চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 12 May, 2020 ■ আগরতলা, ১২ মে ২০২০ ইং ■ ২৯ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেশে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২২০৬ জন ঃ স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.)।। তৃতীয় দফায় লকডাউনের মেয়াদও শেষ হওয়ার পথে। কিন্তু, ভারতে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি থামার কোনও লক্ষণ নেই, বরং এতটাই দ্রুত গতিতে বাড়ছে যে চিন্তায় মাথা থেকে ঘাম ঝড়ছে দেশবাসীর। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২২০৬ এবং সংক্রমিত ৬৭,১৫২ জন। ইতিমধ্যেই ভারতে করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ২০,৯১৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,২১৩ জন।

সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মনমোহন সিংয়ের শারীরিকঅবস্থা স্থিতিশীল ঃ এইমস

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, তবে শরীরে সামান্য জ্বর থাকায় তাঁকে পর্যবেক্ষনে রাখা হবে। গঠিত হয়েছে মেডিক্যাল টিম। জ্বর ও বুকে ব্যথা অনুভব করায় রবিবার রাতে এইমস-এ ভর্তি করা হয় প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাকে।

সোমবার সকালে এইমস সূত্রের খবর, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে নতুন ওষুধ দেওয়ার পরেই সামান্য জ্বর আসে। এর পর তাঁকে কার্ডিওথোরাসিক বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জ্বরের অন্যান্য সম্ভাবনার কথা অবশ্য উড়িয়ে দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এইমস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কার্ডিওথোরাসিক বিভাগের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষনে রয়েছেন তিনি।

২০০৪ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স

যাত্রীবাহী রেল পরিষেবায় আপত্তি ও লকডাউন বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রীর

কোনওভাবেই করোনা সংক্রমণকে শহরতলি বা গ্রামে পৌঁছতে দেওয়া যাবে না ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মে(হি.স.)।। আগামী ১৭ মে তৃতীয় দফার লকডাউন শেষ হতে চলেছে। এর পরে লকডাউন আরও বাড়ানো হবে নাকি, কনটেনমেন্ট জোনগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। তবে, এদিন প্রধানমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা যাত্রীবাহী রেল পরিষেবার আপত্তি জানিয়েছেন। সেইসাথে লকডাউনের পক্ষেই তাঁরা সওয়াল করেছেন।

এদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান-সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিনের বৈঠক

সোমবার মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ভিডিং কনফারেন্সে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

করোনা মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রীরা যেমন নিজেদের দাবিগুলি তুলে ধরেন তেমন পরামর্শও দেন প্রধানমন্ত্রীকে।

এদিনের বৈঠকে প্রাক্তন রেলমন্ত্রী হিসেবে ট্রেন চলাচলে বারণ করেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি বলেন, চলতি মাসে লকডাউন জারি থাক। যাতে যাঁরা ফিরে আসছেন, তাঁরা কোয়ারেন্টাইনে গিয়ে সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী হিসেবে ট্রেন চলাচলে অনুমতি দিতে বারণ করছি।

লকডাউন চলিয়ে যাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বেশি করোনায় আক্রান্ত রাজ্যে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেও। তিনি বলেন, তিনি বলেন, প্রয়োজন হলে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে হবে। কারণ পুলিশ প্রচণ্ড চাপে রয়েছে এবং পুলিশকর্মীরও সংক্রামিত হচ্ছেন। উদ্ধব ঠাকরে যাত্রীবাহী রেল পরিষেবায়ও নিয়ে আপত্তিজানান।

রেল পরিষেবা বন্ধের দাবি তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর। এদিনের বৈঠকে তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও দুই বিএসএফ আক্রান্ত

সাড়ে সাতশ নমুনায় একজনও সাধারণ নাগরিক কোভিড-১৯ সংক্রমিত নন, আপতত স্বস্তি

নিনজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজ্যে আরও দু'জন কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দু'জনই বিএসএফ পরিবারের। তারা ধলাই জেলায় বিএসএফ ক্যাম্পে কর্মরত। তবে, সাড়ে সাতশ নমুনা পরীক্ষা করেও কোন সাধারণ নাগরিক করোনা সংক্রমিত পাওয়া যায়নি। সোমবার গভীর রাতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট বার্তায় কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সন্ধান পাওয়ার বিষয়টি জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিএসএফ ও সাধারণ জনগণ মিলিয়ে সাড়ে সাতশ কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র বিএসএফ আধিকারীকের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ মিলেছে। তিনি আরও জানান, ইতিপূর্বে করোনায় আক্রান্তরা চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠছেন। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশির্বাদে খুব শীঘ্রই রাজ্য করোনা মুক্ত হতে পারবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

এদিকে, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এদিন সন্ধ্যায় মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছে, রাজ্যে বর্তমানে ১৪৮ জন করোনা সংক্রমিত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে ২৩৩ জন ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন ২, ১২৯ জন। এখন পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১০ হাজার ৩৪৪ জনের। এরমধ্যে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৯,৫৯৪ জনের। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১৫২ জনের পজেটিভ রিপোর্ট এসেছে। তিনি জানান, এরমধ্যে ২ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং ২ জন বহির্রাজ্যের। সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজও ৫০০-র অধিক নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি জানান, করোনা সংক্রমিত আড়াই বছরের শিশুটি বর্তমানে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। শিশুটির মা-বাবার দ্বিতীয় নমুনা পরীক্ষায়ও নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে জিবিতে ৮৭ জন, ভগৎ সিং-এ কোভিড কেয়ার সেন্টারে ৬০ জন এবং শালবাগানস্থিত কোভিড কেয়ার সেন্টারে ১ জন করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যে আরও ৫টি কোভিড কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে। কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলি হবে গোমতী জেলা হাসপাতালের ট্রেনিং হোস্টেলে ১০ শয্যাবিশিষ্ট, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার দেবদাড়তে নবনির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০ শয্যাবিশিষ্ট, ধলাই জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট, খোয়াই জেলার চাম্পাহাওরে নবনির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০ শয্যাবিশিষ্ট এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় রাজনগরে নবনির্মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১০ শয্যাবিশিষ্ট।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, সারা দেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ নমুনা সংগ্রহে ত্রিপুরা দেশে পঞ্চম, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। করোনা মোকাবিলায় নমুনা সংগ্রহে ত্রিপুরা সরকার কোনও আপস করেনি। তাই গড় নমুনা সংগ্রহে দেশের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম রাজ্য এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে স্থান দখল করে রেখেছে।

সোমবার সন্ধ্যায় রাজ্য সচিবালয়ে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, করোনা নিয়ে আমরা কিছুই লুকোচুরি করতে চাই না। তাই যেখানেই সন্দেহ হচ্ছে সেখানেই নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতীয় গড়ে প্রতি এক লক্ষ জনে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে ১,২৮০টি। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে ২,৪০০টি। তাঁর দাবি, দেশের মধ্যে ত্রিপুরার চেয়ে বেশি নমুনা সংগ্রহ হচ্ছে দিল্লি, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং গোয়ায়। সাথে তিনি যোগ করেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও ত্রিপুরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নমুনা সংগ্রহকারী রাজ্য।

এক তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, সিকিম ২১৬টি, নাগাল্যান্ড ৭১৮টি, মিজোরাম ১৯৯টি, মেঘালয় ২,০১৪টি, মণিপুর ১, ৪৩৬টি, অরুণাচল প্রদেশ ১,১৪৪টি অসমে ১৪,৩৮৩টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই তুলনায় ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০,৩৪৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীনগরে মহিলাকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা দুস্কৃতিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। আগরতলা শহর সংলগ্ন শ্রীনগর থানা এলাকার পার্থ কলোনিতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতেএক এক মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন।আহত মহিলার নাম মমতা খাতুন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীনগর থানা এলাকার পার্থ কলোনিতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। স্থানীয় সমাজ দ্রোহীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে শ্রীনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার গভীর রাতে নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মমতা খাতুন নামে ওই মহিলাকে ঘর থেকে টেনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও এক ব্যক্তিকে ঘরে ঢুকতে বাধা স্ত্রী-সন্তানের

করোনাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। করোনা জীবনের এক কঠিন এবং নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে সামনে এনেছে। যেখানে সংক্রমনের ভয়ে স্বামীকে ঘরে ঢুকতে দেননি স্ত্রী। কন্যা সন্তানও চাইছে না বাবা ঘরে আসুক। কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়া সত্ত্বেও আগরতলার জয়নগরের বাসিন্দা গোবিন্দ দেবনাথ বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিলেন প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে। কারণ তিনি অসমের শিলাপথার থেকে ফিরেছেন। বাড়ি ফেরার জন্য তাঁর ৩০ হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া চুকোতে হয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস, ঘরে জায়গা হল না তাঁর।

জয়নগরে সরকারি আবাসন প্রকল্পে প্রাপ্ত বাড়িতে বসবাস দিনমজুর গোবিন্দ দেবনাথের। স্ত্রী, এক কন্যা সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে থাকেন তিনি। অসমের শিলাপথারে বেড়াতে গিয়েছিলেন গোবিন্দ। লকডাউন ঘোষণা হওয়ায় আটকে পড়েছিলেন। দেড় মসের উপর অসমে আত্মীয়ের বাড়িতে কাটিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন গোবিন্দ দেবনাথ। তাই ৩০ হাজার টাকায় গাড়ি ভাড়া করে রওয়ানা দেন তিনিঊ অসমের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার চোরাইবাড়িতে তাঁকে একদিনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকতে হয়েছিল। এরই মধ্যে তাঁর নমুনা সংগ্রহ হয় এবং পরীক্ষায় কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ আসে তাঁর। ফলে তাঁকে একান্তবাস থেকে বাড়ি যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু গতকাল রাতে বাড়ি ফিরে তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।

তাঁর স্ত্রী তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেননি। বরং তাঁকে একান্তবাসে যেতে বলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর কন্যা সন্তানও চায়নি বাবা ঘরে প্রবেশ করুন। গোবিন্দ দেবনাথ বলেন, বাড়ির সকলেই ভীতিগ্রস্ত। সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ভয়েই তারা এমন আচরণ করছেঊ তাঁর কথায়, আবাসনের অন্য বাসিন্দারাও চাইছেন না আমি এই বাড়িতে থাকি। আবাসিকদের চাপেও তাঁর পরিবার তাঁকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, দাবি করেন গোবিন্দ।

এদিকে তাঁর স্ত্রী বলেন, অসম থেকে ফিরতে স্বামীকে বারণ করেছিলাম। কিন্ত তিনি শুনেননিঊ তিনি বলেন, ঘরে আমার বয়স্ক মা রয়েছেন। সম্প্রতি তাঁর অস্ত্রপচারও হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৪ নয়, ১৭ দিন থাকতে হবে হোম আইসোলেশনে জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.)।। অত্যন্ত মৃদু ও প্রাথমিক করোনা-উপসর্গ নিয়ে এবার হোম আইসোলেশনে থাকার দিন বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই সংক্রান্ত নতুন একটি গাইডলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। এতদিন করোনা-আক্রান্তের সংস্পর্শে এলে ১৪ দিনের হোম আইসোলেশনে থাকতে হত। সেই নিয়ম পরিবর্তন করে কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে ১৪ নয় ১৭ দিন হোম আইসোলেশনে থাকতে হবে। তবে আক্রান্তের সংস্পর্শে আসার পর জ্বর না আসে সেক্ষেত্রে ১০ দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জল নিয়ে ঝামেলা মন্ত্রীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দুই পাড়ার মধ্যে সৃষ্ট ঝামেলাকে ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। শেষে খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেবের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

জল সংগ্রহে বাধা দেওয়া হচ্ছে অভিযোগে ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এ-বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক তথা খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব বলেন, ধলাইঘাট বিওপি-তে এক বিএসএফ জওয়ানকে করোনা আক্রান্ত পাওয়া গিয়েছে। ফলে, ওই বিওপি-র তিন কিমি এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কমলপুরের মোহনপুর পঞ্চায়েতের গোয়ালমারা এলাকায় মিশ্র বসতি। সেখানে গেট দেওয়া নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। তবে, এখন

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

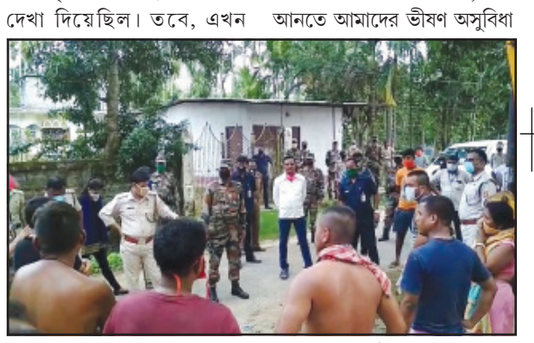

স্থানীয়দের অভিযোগ, করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় প্রশাসনের তরফে গেট বসানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও একাংশ স্থানীয় জনগণ আলাদাভাবে গেট বসিয়েছেন। সেই গেট খুলে দেওয়া হয়েছিল। তার পর ফের বসিয়ে দেন তাঁরা। তাতে, জল আনতে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের সংযত থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হবে। তিনি সকলের কাছে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানান।

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চালু হতেই মুহুরীপুর স্থলবন্দরে জনতার বিক্ষোভে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ মে।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পুনরায় শুরু করা খুবই জর:রি হয়ে উঠেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি-রপ্তানি নাহলে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার লক ডাউন চলাকালেও আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পুনরায় শুর: করার জন্য আইন-কানুন কিছুটা শিথিল করেছে। সে অনুযায়ী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মুহুরিপুর ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুর: করা হয়।

সোমবার বাংলাদেশ থেকে পন্যবাহী লরি মুহুরী পুর সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করতেই স্থানীয় জনগণ তীব্র আপত্তি জানান। এ নিয়ে উভয় পক্ষে তীব্র বাদানুবাদ শুর: হয়। ঘটনার খবর পেয়ে প্রশাসনের

সোমবার মুহুরীপুর স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ করার দাবীতে স্থানীয় জনগণ বিক্ষোভ দেখান। ছবি নিজস্ব।

কর্মকর্তারা মুহুরিপুর ল্যান্ড কাস্টমস সীমান্তে ছুটে যান। স্থানীয় জনগণকে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। কিন্তু স্থানীয় জনগণ নাছোড়বান্দা। তারা কোনো অবস্থাতেই বাংলাদেশ থেকে কোন ধরনের লরি রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করতে দিতে নারাজ। পরিস্থিতি বেগতিক আকার ধারণ করলে পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা উত্তেজিত জনতার ওপর মৃদু লাঠিচার্জ করেন।

প্রশাসনের কঠোর মনোভাবের ফলে শেষ পর্যন্ত ল্যান্ড কাস্টমস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারস্পরিক দূরত্ব মেনে গাড়িতে সফর দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। ত্রিপুরায় এক স্থান থেকে অন্যত্র যেতে যাত্রীদের দ্বিগুণ ভাড়া গুনতে হচ্ছে। তবে যান চালকরাও নিরুপায়। কারণ, লকডাউন নীতি নির্দেশিকা মোতাবেক পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িতে যাতায়াত করতে হচ্ছে যাত্রীদের। তাতে কম সংখ্যক যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে ভাড়া না বাড়ালে লোকসান হচ্ছে যান গাড়ির মালিকদের। তাই, সরকারি স্তরে ভাড়া বৃদ্ধির নির্দেশিকা ছাড়াই মর্জিমাফিক সমস্ত যাত্রীবাহী গাড়িতে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, সরকার অধীনস্ত সংস্থা টিআরটিসি এবং আরবান ট্রান্সপোর্ট যাত্রী পরিবহণে এগিয়ে আসছে না কেন?

সোমবার নাগেরজলায় জনৈক যাত্রী বলেন, অনেকদিন পর বিশ্রামগঞ্জে মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছি। কিন্তু ভাড়া লাগছে ১০০ টাকাঊ আগে ৫০ টাকায় বিশ্রামগঞ্জ যেতে পারতাম। একই কথা বলেন এক মাঝ বয়সি যুবক। তিনি নাগেরজলা থেকে বিশালগড় যাচ্ছিলেন। ভাড়া গুনতে হচ্ছে ৫০ টাকাঊ কিন্তু আগে আরও অনেক কম ভাড়ায় বিশালগড় যেতেন তিনি। এদিন, গাড়িতে দেখা গেছে, যাত্রী সংখ্যা অনেক কমঊ বাস কিংবা জিপ গাড়িতে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখেই যাত্রীদের বসানো হয়েছে।

এ-বিষয়ে জনৈক গাড়ি চালক বলেন, অর্ধেক যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। কারণ, সরকারি নির্দেশ মেনে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তাঁর দাবি, আগে ন্যূনতম ১৪ জন যাত্রী নিয়ে গাড়ি চালিয়েছি। এখন ৯ জনের বেশি যাত্রী গাড়িতে বসানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে, ভাড়া বাড়ানো ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা নেই আমাদের। তিনি বলেন, ভাড়া বাড়িয়েও আমাদের প্রতিবার লোকসান হচ্ছেঊ তবুও কিছুটা লোকসানের হার কমেছে।

লকডাউন ৩.০ চলাকালীন ত্রিপুরায় সরকারি অফিস খুলেছে। তাছাড়া বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানায় কাজ শুরু হয়েছে। ফলে মানুষের যাতায়াত করতে হচ্ছেঊ কিন্তু রাস্তায় সরকার অধীনস্ত পরিবহণ সংস্থার কোনও গাড়ি না থাকায় বেসরকারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২১০ ◘ ১২ মে
২০২০ ইং ◘ ২৯ বৈশাখ ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

আতংক অবরোধ ও পুলিশের লাঠি

সহনশীলতার মনোভাব না নিলে এত বড় লড়াইয়ে জয়ী হওয়া যায় না। বিশ্বব্যাপী করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। এই ভারতবর্ষেও কোটি কোটি মানুষ নানা বিড়ম্বনাকে মানিয়া নিয়াছেন বিদ্রোহের পথে পথে হাটেন নাই। কত শ্রমিক প্রাণ হারাইয়াছেন, রুটি রুজি খতম হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই। কোটি শ্রমিক হারাইয়াছেন কাজ। কত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্প ও উদ্যোগপতিরা পথে বসিয়াছেন তাহার ইয়ত্বা নাই। দেশের সংবাদপত্র শিল্প তো মৃত্যুর প্রহর গুনিতেছে। বহু সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই ঝাপ ফেলিয়া দিয়াছে। এই যখন পরিস্থিতি তখন করোনার বিরুদ্ধে লড়াই থামিয়া নাই বরং আরও তেজী হইয়াছে, তেজী করিতে হইয়াছে। ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা আরও বাড়িয়াছে। আগরতলার খেজুরবাগানস্থিত ভগৎ সিং যুব আবাস হইতে ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার প্রত্যাহারের দাবীতে রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ গোয়ালাবস্তী ভিআইপি রোড অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। পুলিশ সেখানে ছুটিয়া যায়, প্রশাসনিক আধিকারীকরা পথ অবরোধ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, না ভগৎ সিং যুব আবাস হইতে কোভিড-কেয়ার সেন্টার প্রত্যাহার না করা পর্য্যন্ত পথ অবরেধ জারী রাখা হইবে। আধিকারীক প্রতিশ্রুতি দেন যে, এলাকাবাসীর সমস্ত রকম সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। কিন্তু না, অবরোধকারীরা নিজেদের দাবীতে অটল থাকেন। অনুরোধ উপরোধ যখন পাত্তা পায় নাই তখন পুলিশ লাঠিচার্জ করিয়া অবরোধ তুলিয়া দেয়। লাঠিচার্জে বেশ কয়েকজন অবরোধকারী আহত হইয়াছেন। পুলিশ স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে যে, কোনও ধরনের আন্দোলনকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে চিকিৎসার কাজ সহ সরকারী কাজে বাধা সৃষ্টি করিলে কঠোর ব্যবস্থাই নেওয়া হইবে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ সত্যি কিনা তাহা নিশ্চিত করিয়া প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হইবে। গায়ের জোরে লাঠি চালাইয়া অনেক কিছুই করা যায় ইহা গৌরবের নহে, সুষ্ঠ প্রশাসনের নজীর হইতে পারে না। প্রশাসন পুলিশ নির্ভর হইয়া পড়িলে মুশকিল। অভিযোগে জানা গিয়াছে, রাজধানীর খেজুরবাগানস্থিত ভগৎ সিং যুব আবাস হইতে ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টারের চিকিৎসা কর্মী সহ কর্মচারীরা রাস্তায় বাহির হইয়া বাজারহাট করিতেছেন। ইহাতে স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ এলাকায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার আশংকা রহিয়াছে। এজন্য এলাকাবাসী পথ অবরোধ করেন। কেয়ার সেন্টারে যাহারা কাজ করিতেছেন সেই সব কর্মীরা যদি রাস্তায় বাহির হইয়া ঘোরাঘুরি করেন ইহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে এলাকাবাসীর ক্ষোভ অসন্তোষের সঙ্গত কারণ আছে। কোভিড কেয়ার সেন্টারের লক্ষ্যই হইতেছে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু, সেই সেন্টারের কর্মীরা দিব্যি রাস্তায় ঘোরাঘুরি করিবে তাহা তো বিপজ্জনক। এলাকাবাসীর ক্ষোভ সঙ্গত। রাজ্যে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে নিশ্চয় কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি করা হইবে। এলাকাবাসীর পক্ষে ইহাকে স্বাগতই জানানোর কথা। কিন্তু, এলাকাবাসী যে অভিযোগ তুলিয়াছেন তাহা যদি সত্যি হয় তাহা হইলে প্রশাসনিক কর্তারা কি বলিবেন? জনবসতিপূর্ণ এলাকায় যুব ও ক্রীড়া দপ্তরের আবাসনকে কোভিড কেয়ার সেন্টার করার পাশাপাশি সব ধরনের সাবধানতা নেওয়ার ক্ষেত্রে কার্পণ্যকে খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই। এলাকাবাসীর মনে যে সন্দেহ দানা বাধিয়াছে তাহা নিরসন করা প্রশাসনের প্রথম কর্তব্য। শুধু লাঠিপেটা করিয়া মহৎ কাজে সাফল্য আসে না। করোনা মোকাবেলায় যে জনসাধারণ অনেক বেশী যন্ত্রণা মানিয়া যুদ্ধে লিপ্ত আছেন তাহাদের লাঠিপেটার মধ্যে প্রশাসনের বীরত্ব নাই। ক্ষুব্ধ নাগরিকদের বুঝাইয়া, তাহাদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ সুরক্ষার গ্যারান্টির মধ্য দিয়া এই করোনা যুদ্ধে সামিল করানোর মধ্যেই কৃতিত্ব। ভগৎ সিং যুব আবাসে নতুন কেয়ার সেন্টারের কর্মীরা যদি প্রকাশ্যে ঘুরাফেরা ও বাজার হাট ইত্যাদি করিয়া থাকে এবং ইহা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে প্রশাসনকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হইবে। শুধু পাবলিক পিটাইয়া বীরত্ব দেখাইয়া করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কাঙ্খিত সাফল্য আসিবে না। অন্যদিকে, নাগরিকদের হুট করিয়া ভিআইপি রোড অবরোধও সঠিক পদক্ষেপ নহে। আন্দোলনের অনেক পথ আছে, সড়ক অবরোধ শেষ কথা নহে।

গোষ্ঠী সংক্রমণ এখনও হয়নি জানালো কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): দেশজুড়ে বেড়েই চলেছে করোনা সংক্রমণ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও গোষ্ঠী সংক্রমণ বা কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়নি। সোমবার এই দাবি করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফ থেকে।

এদিন রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব লভ আগরওয়াল জানিয়েছেন, কয়েকটি রাজ্যে করোনা বেড়ে চলেছে কারণ সেখানে ক্লাস্টার অঞ্চলগুলিতে সংক্রমণ ছড়িয়েছে। সংক্রমিত সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খোঁজ চলছে। ক্লাস্টার অঞ্চলে করোনার সংক্রমণ বাড়লেও সেখানে গোষ্ঠী সংক্রমণ ছড়ায়নি।করোনা সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীদের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়ছে।বর্তমান সময় ৩১.৫ শতাংশ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

লভ আগরওয়াল আরও জানিয়েছেন, করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করার নীতি ও পরিবর্তন করা হচ্ছে। করোনায় সুস্থ হওয়া ব্যক্তির দ্বিতীয়বারের জন্য পরীক্ষা হবে না। বিশ্বের অন্যান্য দেশ গুলিতে এই নীতি প্রযোজ্য।

এবার করোনা আক্রান্ত বিধাননগর কমিশনারেটের মহিলা কনস্টেবল

কলকাতা, ১১ মে (হি স): দমকা হাওয়াতে উড়ে এসে শহরে রাজ করছে করোনা। বউবাজার, মানিকতলা একাধিক থানার পর এবার করোনা থাবা বিধান নগর থানাতেও। করোনা আক্রান্ত বিধাননগর কমিশনারেটের মহিলা কনস্টেবল। চিকিৎসারত সল্টলেক আমরি হাসপাতালে।

জানা যাচ্ছে, বেশ কিছুদিন ধরে ওই মহিলা কনস্টেবলের সর্দি-জ্বর ছিল। যার জেরে তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই হোম আইসোলেশন ছিলেন। তার নমুনা পরীক্ষা করা হলে সোমবার সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এরপর সল্টলেক আমরিতে ভর্তি করা হয়।ওই পুলিশকর্মী থানায় কাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যারা সংস্পর্শে এসছিলেন তাদের কোয়ারেন্টাইন পাঠানো হবে বলে খবর।

মালদায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে বিড়ি কারখানা খোলার নির্দেশ রাজ্যের

মালদা, ১১ মে (হি. স.) : মালদায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিড়ি কারখানা খোলার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। এর ফলে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েক লক্ষ বিড়ি শ্রমিকের মুখে হাসি ফুটেছে।

উল্লেখ্য, গত ১ মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিড়ি কারখানা খোলার ব্যাপারে রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশ মোতাবেক এদিন রাজ্য সরকারের শর্ত স্বাপেক্ষে বিড়ি কারখানা খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জারি করা ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সমস্ত বিড়ি কারখানায় ৫০ শতাংশ শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু হবে। তবে কারখানায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি কড়াভাবে মেনে চলতে হবে। বিড়ি শ্রমিকদের মাস্ক পরে কাজ করতে হবে। কারখানার মালিককে বিষয়টি দেখভাল করতে হবে। রাজ্য সরকার অনুমতি দেওয়ায় মালদায় বিড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে বলে আশা করছেন শ্রমিকরা।

মানুষের স্বস্তি সময় বলবে

নরেন্দ্রনাথ কুলে

মহামারী কোভিট-১৯। যত না মারছে, তারা থেকে অনেক গুণ বেশি সংক্রমণ বাড়ছে। বিজ্ঞানীর পরিশ্রম বাড়ছে। ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিষেবা বাড়ছে। রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তা বাড়ছে। চিন্তা বাড়ছে বলে লকডাউন বাড়ছে। লকডাউন বাড়লে মানুষের বন্দিদশা বাড়ছে। বন্দিদশা বাড়লে কর্মসংকোচনও বাড়ছে। কর্মসংকোচন বাড়লে বেকার বাড়ছে। বেকার বাড়া মানে গরিব বাড়ছে। অভাব বাড়ছে। অভাব মেটাতে ভর্তুকি বাড়ছে। ভর্তুকি বাড়ছে বলে অর্থ সংকট বাড়বে। অর্থ সংকট বাড়বে মানে কোষাগারের শূন্যতা বাড়বে। এই শূন্যতায় মানুষের দুঃখ বাড়বে। দুঃখ বাড়লে চারদিকে হাহাকার বাড়বে। তারপর মানুষের চোখের জলের অভাব বাড়বে। ধীরে ধীরে মানসিক চাপ বাড়বে। চারপাশে অমানবিকতা বাড়বে। অমানবিকতা বাড়লে বিশৃঙ্খলা বাড়বে। এই বিশৃঙ্খলায় কারো কারো লোভ বাড়বে, লাভ বাড়বে। তার মধ্যেই আধুনিক এক অদৃশ্য দাসপ্রথা বাড়বে। কাজ হারানোর ভয়ে অশেষ যন্ত্রণা বাড়বে। যে যন্ত্রণায় নারীর অমর্যাদা বাড়বে। শিশু পাচার বাড়বে। এমন অবস্থা বাড়তেথাকবে। তবে সরকারের যদি সঠিক চেষ্টা বাড়ে, উদ্যোগ বাড়ে, প্রকৃত পরিকল্পনা বাড়ে, মানুষের কষ্ট-দুঃখ-যন্ত্রণা কাটিয়ে ওঠার সাহস বাড়বে। সময় বলবে কোনটা বাড়বে।

আবার লকডাউন বাড়ছে মানেই সোস্যাল ডিসট্যান্সিংএর মেয়াদও বাড়ছে। সত্যি এই লকডাউনে একে অপরের মধ্যে অনেক দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে মোবাইল নাকি মানুষের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের যে মাধুর্যতা তা নাকি হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু আর একদিকে এই লকডাউনে মোবাইল দূরের সম্পর্কগুলো আরো কাছে করে দিচ্ছে। পরস্পরের কুশল বিনিময়ের সাথে পুরোনো অনেক কিছুর স্মৃতিচারনা করে সম্পর্কের রাসায়নিক বন্ধনে তৃপ্তি খুঁজে পাচ্ছে। আবার মোবাইল বিভ্রাটে যে সমস্ত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিভ্রাট চলত, তারা হয়ত এই লকডাউনের ও বিভ্রাট সরিয়ে নিজেদের মধ্যে এক নতুন উষ্ণতা খুঁজে পাচ্ছে। তবে হ্যাঁ, এ সব সম্ভব তখনই, যখন সবাই আর্থিক সুরক্ষার বলয়ে থাকতে পারে। এই বলয়ের মধ্যে যে নেই, তার দুশিন্তা বাড়ছে। মানসিক চাপ বাড়ছে। মানসিক চাপ থেকে অশান্তি বাড়ছে। এই অশান্তি থেকে পরিবারের প্রতি অনভিপ্রেত নির্যাতন বাড়ছে। সেই নির্যাতনে কেবল নারী

ভুগবে না, ভুগবে তাঁর শিশুরাও। আজ এই পিরিয়ডে শিশুরাও বিপন্ন। নানা খবরে উঠে আসছে তার ছবি। একদিকে পড়াশোনার চাপ, অন্যদিকে কর্মরত অভিভাবকের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত শিশুদের শৈশব চুরি হয়ে যাচ্ছিল বলে অভিযোগ ছিলই। কিন্তু এই সময়ে মা-বাবার সান্নিধ্য থাকা সত্তেও শিশুরাও দীর্ঘদিন ঘরবন্দি হয়ে থাকায় তাদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ছে। আসলে স্কুলে সহপাঠীদের সাথে খুনসুটি একঘেয়েমি কাটাতে সাহায্য করে, যা পড়াশোনার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। আবার যে সমস্ত বাচ্চারা অভিভাবকের হাত ধরে বিকেলে পার্কে যেতে অভ্যস্ত, তারাও এই সময়ে হাঁপিয়ে উঠছে। আসলে বাচ্চাদের সাথে এখন এমনভাবে কোয়ালিটি টাইম কাটাতে হবে যাতে এই সময়ের একঘেয়েমি তাকে গ্রাস না করে। তার বয়সের বন্ধুদের সাথে না দেখা হওয়া, না খেলতে পারার চাপা যন্ত্রণা অভিভাবকদের বুঝতে হবে। তবে হ্যাঁ, আজকের সময়ে বেশিরভাগ মা-বাবার সামনে এক অনিশ্চিয়তার মেঘ দেখা যাচ্ছে। সেই মেঘের ছায়া বাচ্চার উপরে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তবে আসন্ন এই মেঘ কাটিয়ে উঠতে চাই সরকারি মৌসুমী বায়ু। সেই বায়ু কিভাবে এবং কতদিনে বইবে, তার নিশ্চয়তা এই মুহূর্তে যে যুদ্ধ চলছে তা হল জীবন বাঁচার। আর জীবন বাঁচার পর চলবে আর এক যুদ্ধ, তা হল জীবিকা বাঁচার। এই যুদ্ধ যত দীর্ঘায়িত হবে সর্বক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মেঘ তত অন্ধ করা হবে।

এই অন্ধকার গ্রাস করতে পারবে না এমন একটি পরিবার আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। যাদের বাড়ির কাজের লোক বাইরে থেকে আসে এমন সব পরিবারেই কাজের লোক আসা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এমন অবস্থায় এই পরিবারে বাড়ির সব কাজ—ঘর পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা পর্যন্ত বাড়ির বৃদ্ধাকে করতে হচ্ছে। এমনকি সকালের জলখাবার থেকে দুপুরের রান্নার জন্যও ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। ছেলে-বই চার বছরের বাচ্চাকে নিয়ে বেলা সাড়ে দশটার আগে উঠছে না। এই বয়সে বৃদ্ধা টুকটুক করে সব কাজ এগিয়ে রাখে। ছেলে-বেউ ঘুম থেকে উঠলে চা পর্যন্ত করে দিতে হয়। তবুও সেই ছেলে বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। তার স্ত্রীর বাচ্চাকে সামলাতে হচ্ছে বলে সে কোনো কাজ করতে পারবে না। যা ছেলের বিচারে এই বাচ্চা সামলানো সংসারের সব কাজের থেকে নাকি কঠিন। অথচ বৃদ্ধা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সেই ছেলে নিজের বাচ্চাকে দেখলে, তার মা এই বয়সে একটু অবসর পেতে পারে, এই বোধটুকু নেই তার। যে বাড়িতে বৃদ্ধারা এইভাবে আছেন তাঁদের কথা এই সময়ে আমরা পেতে পারি না। এই ধরনের বৃদ্ধার সন্তানদের মানবিক হতে বলটাও আজ লজ্জার। আর যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়িতে একাকি কাটাচ্ছেন তাঁদের পাশে প্রশাসন থেকে সমাজসেবী সংস্থার সাহায্যের হাত কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে।

সম্পর্কের বিস্তার, মতামতের বিস্তার যা কিছু আজ সোস্যাল মিডিয়ায়। লকডাউনের আগে যা ছিল তাই আছে। কিন্তু আজকের যেটির অভাব বেড়ে গেল, সেটি ঘরোয়া মেলামেশা, ঘরোয়া বৈঠক। যা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে হতে পারে, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে হতে পারে, আবার ছোট ছোট সংগঠনের মধ্যে হতে পারে। যেখানে পারিবারিক থেকে সামাজিক নানা বিষয়ে মত বিনিময় ঘটত। যা থেকে সকলের চিন্তাভাবনার জগত সমৃদ্ধ হত। এই সময় তার অভাবটা বিস্তার লাভ করছে। টিভি আর সোস্যাল মিডিয়া সাধারণ মানুষকে অন্যভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এর মধ্যেও ভালো জিনিস যেটুকু সেটুকু বিচার করে নেওয়ার প্রবণতা না থাকলে আর এক মেঘ আলাদাভাবে তৈরি হতে থাকে। যা চিন্তার আলোকে বিঘ্নিত করে। করোনা যুদ্ধের লকডাউন সব কিছু কেড়ে নিলেও মানসকি দৃঢ়তা যেন কেড়ে নিতে না পারে। সে চেষ্টায় শাসক ও প্রশাসনকে শেষ পর্যন্ত শুধু মানবিক মুখ নিয়ে থাকলে হবে না, সাথে থাকতে হবে এক সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।

তবে করোনা মোকাবিলায় এই লকডাউনে প্রশাসনের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ছে। যা শাসকদলের যোগ্যতাকেই তুলে ধরে। এই অবস্থায় তকই অন্যদের রাজনীতি না করার কথা বলা হোক না কেন, তা প্রচ্ছন্নভাবে আর এক রাজনীতির বাসা তৈরি হয়ে যায়। যে বাসায় কেবল শাসকের স্বস্তি মেলে। তবে শাসকের এই স্বস্তি যেন মানুষের স্বস্তির বিনিময়েই হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ফেব্রুয়ারীর কপালে ২৮ দিনের রহস্য

সুপ্রিয় মিত্র

জন্মদিনের দিন স্কুলে বন্ধুদের খাওয়ানো মানে, সে এক আনন্দের দিন। তাই না। ক্লাস ফাইভ থেকে টেন, ২০০৪-'০৯ ---এই ছয় বছরের মাধ্যমিক জীবনে আমাদের ক্লাসে প্রায় প্রতিমাসেই কারও না কারও জন্মদিন পড়ত। আর খাওয়াদাওয়া লেগেই থাকত। কী খেতাম আমরা? কেউ আনত মহাল্যাক্টো, কেউ আনত একলেয়ার্স, কেউ বা টিফিনের জমিয়ে রাখা টাকার খাওয়াত সেদিন ফুচকা, ঘুগনি। অঅর আমাদের মধ্যে যে যে বন্ধুকে খুব কষ্ট করে স্কুলে আসতে হত, যাদের কিনে খাওয়ানোর ক্ষমতা ছিল না, তাদের জন্য আমরা সকলে মিলে বাড়ি থেকে বিভিন্নরকম টিফিন আনতাম, আর সেটাই ভাগ করে খেতাম। আমি যদিও এসব টিফিনের নয়, আমি দায়িত্ব নিতাম হজমির। আমচুর, কুরে টক, আমড়ার ঝাল, জলপাইয়ের চাটনি, আমকোরা, শুকনো-কাঁচা আমলকী, জামির আর কারেন্ট নুন কিংবা নুনমাখা লঙ্কাগুঁড়ো ---এসব সাল্লাই দেওয়ার রীতিমতো কারিগর ছিলাম। কার বাড়িণ ছাদে, কোন জারে কী রাখা আছে, এসব ছিল নাকদর্পণে। যা হোক, সেসব গল্প একদিন করব বটে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন ছিল, ডাকনাম ার লিপু, দীর্ঘ সেই ছয় বছরে তার জন্মদিন এসেছিল মাত্র দু'বার। ২০০৪ আর ২০০৮। কেন জানো? ওই যে লিপ-ইয়ার।

ওর জন্মদিন ২৯ ফেব্রুয়ারী। কী বেচারা বলো তো। চার বছর অন্তর অপেক্ষা। তাও আবার সব চার বছর অন্তর না-ও হতে পারে। কিন্তু কেনই বা এমন চার বছর অন্তর, ফেব্রুয়ারীর কপালে ২৮টি ফুটকায় ১টা ফুচকা ফাউ?

যদিও ফেব্রুয়ারি কপাল এমন দুর্ভোগের হলেও, আমাদের তেমন ছিল না। লিপু আমাদের প্রতিবারেই খাইয়েছিল। কী করে? ধরে নাও, সেই লিপু রহস্য ভেদ করতেই গল্প করব বলে

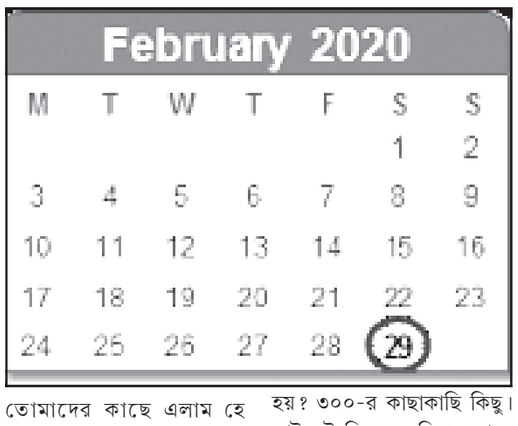

তোমাদের কাছে এলাম হে পুটছুটফুটের দল।

আবার সেই বিন্দুতে তার আসতে সময় লাগে প্রায় ৩৬৫টা দিন। এই সম্পূর্ণ করা এবং আবার সেই একইরকমভাবে নতুন করে যাত্রা শুরু করার হিসেবই হল আমাদের কাছে 'বছর'-এর এর ধারণা। আরও ভাল করে বললে, সৌর বৎসর। যেহেতু সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণের নিরিখে এই হিসেব। এই হিসেব প্রথম করতে শুরু করেছিল মিশরীয়রা। কিন্তু তার তত্ত্ব হদিশ ঠিকঠাক পাওয়া যায় না। ওদিকে রোমানীয়রা ব্যবহার করত 'চান্দ্র বৎসর'। তাদের কাছে এক বছর মানে ছিল ৩০০ দিন খানেক। সে আবার কী?

চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরতে সময় নেয় প্রায় ৩০ দিন, আর ওদিকে, পৃথিবীর তো ছয়টি ঋতু। রোমানদের শীতের দেশ, শীত মানে সে প্রচণ্ড শীত। আর এইকালে চাষবাস সে সময় প্রায় হতই না। চারদিকে বরফে ঢেকে থাকত। তাই এই ডিসেম্বরের পর থেকে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারী বলে যে দুটো মাসকে আজ আমরা জানি, এই সময়টা তারা, গুরুত্বহীন বলে ধর্তব্যেই রাখত না। তাই দশ মাসের বিসাবে, তাকে ওই চাঁদ প্রদক্ষিণের প্রায় ৩০ দিন দিয়ে গুণ করলে কত হয়? ৩০০-র কাছাকাছি কিছু। তাই ওই হিসেবে। কিন্তু এভাবে দেখা গেল, হিসেব তো খুব গুলোচ্ছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে ঋতুর বদল ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কেমন যে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তাদের রাজা নুমা পমপিলিয়াস খুব হিসেবনিখেস করে ওই দুই মাস চন্দ্র বৎসরে যোগ করলেন। ১০ মাস থেকে হল ১২ মাস। জন্ম দিন জানুয়ারী আর ফেব্রুয়ারী । বছরে দিরে হিসেব গিয়ে দাঁড়াল ৩৫৫। এবার একখান গল্প আছে। রোমানীয়রা সে সময় ছিল বারি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা মনে করত, বিজোড় সংখ্যা শুভ, আর জোড় সংখ্যা অশুভ। পূর্বের সেই ১০টি মাস তারা তাই ২৯ আর ৩১ এই দু'টি সংখ্যার হিসাবে মাস ভাগ করত। দেখো, দুটোই বিজোড়, কিছুতেই তারা জোড় সংখ্যা রাখতে চাইত না। বছরটা তো সেই ৩০০, মানে জোড় সংখ্যার। অন্তত মাসগুলো বিজোড় সংখ্যার হোক। এই ছিল তাদের যুক্তি।

নতুন বছর হয়ে ৩৫৫ দিনে তাদের আন্দ হল খুবই, কারণ বছরও হয়ে গেল বিজোড় সংখ্যার, কিন্তু নতুন একটা গ্যাঁড়াকল হয়ে গেল।

আমরা তো জানি, জোড়সংখ্যক বিজোড় সংখ্যা যোগ করলে, সবসয়ে সেই যোগফল কোনও জোড় সংখ্যাই হবে। তাই দিনের হিসেবে ২৯ আর ৩১ মিলিয়ে মাসের হিসেবে ১০টা মোট যোগ করল যোগফল ঠিক ৩০০ হয়ে যেত। কিন্তু এই ৩৫৫- কে ভাঙতে হলে জোড় সংখ্যক বিজোড়ের আর কোনও সুযোগই রইল না। তার মানে জোড় সংখ্যক বিজোড় সংখ্যার মাস রাখার সুযোগই রইল না। রাজা নুমান তখন করলেন কী ২৯ আর ৩১ যেমন থাকার রই, জানুয়ারীকে ভালবেসে দিলেন ৩১। আর ফেব্রুয়ারীকে দিলেন ২৮। আর মধ্য দিয়ে আরকটা জিনিস ঘটল। রোমানীয়রা তো এই সময়টাকে, এই দুই মাসকে খারাপ বলে মনে করত, তাই ফেব্রুয়ারীর ভাগ্যে দিন কম দেখে তাদের মনে হওয়া তৈরি হল এমন যে—এমনিতেই তো খারাপ মাস, চাষবাস করা যায় না, তাই কম দিন হয়েছে, খারাপ সংখ্যা পড়েছে, বাঁচা গিয়েছে বাবা। আর মার্চ মাস মানেই তাদের কাছে ছিল নতুন বছর। নতুন বছর মানে নতুন দিন। আর ফেব্রুয়ারী-এর অর্থ অর্থাৎ নতুন আশা। নতুন আলো। নতুন ফসল ফলানোর সময়।

ফেব্রুয়ারীর কপালে এই ২৮ দিনের এটাই রহস্য। কিন্তু, এখানেই রহস্যের শেষ নয়। রাজা নুমা-র এই ৩৫৫ দিনের হিসেবে কয়েক বছর যাওয়ার পর দেখা গেল হুস করে নতুন গরমিল। আবার ঋতু বদলের সময় কেমন যে পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

তখন রাজা জুলিয়াস সিজার-এর সময়। রাজা সিজার বড় বড় বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিয়ে শেই মিশরীয়দের রীতি অনুযায়ী সূর্যকে ধরে বছরে হিসেব তৈরির হুকুম দিলেন। দেখা গেল, বছরের জন্য বরাদ্দ হল ৩৬৫ দিন। নাম হল জুলিয়ান ক্যানেন্ডার।

এই ক্যালেন্ডার দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে ফড়ল এমনকী, রাজ্য-বাদশা হয়ে আকবরের 'তারিখ'ই-ইলাহী'-তেও তার প্রভাব পড়ল। প্রভাবিত হল ব ব াহ মি হি ব - এ ব 'পঞ্চসিদ্ধান্তিক'-র প্রথমটি অর্থাৎ 'সূর্যসিদ্ধান্ত'। বাংলার রাজা শশাঙ্কর রাজত্বেও দিনের হিসেবে ঢুকেছিল এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। সেখান থেকে বাংলা অর্থাৎ 'বঙ্গাব্দ'-এ বহু বছর ছিল ৩৬৫ দিনের হিসেব। কিন্তু সিজারের রাজত্বকালের প্রায় অনেক বছর পর দেখা গলে একদা, মার্চ মাসে বসন্ত যেখানে আসার কথা শুরুতে, এল মাসে মাঝে।

তখন তো এমন দূষণ ছিল না বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং চিল না—ঋতুর এমন পরিবর্তন হওয়া মাত্র বিজ্ঞানীরা চিন্তি হয়ে গণিত কষতে গেলে পড় লেন। আর এই বসন্তের উদ্বেগ থেকেই বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞরা ধরে ফেললেন—আসলে ৩৫৬ দিন নয়, সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘমটা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড। আর এই অতিরিক্ত সময়টাই একটু একটু করে যোগ হয়ে মাসের হিসেবে, বছরের গণনাকে পিছিয়ে দিচ্ছেল।

কী করা যায়। দেখা গেল, এই সময়টাকে চার বছরের হিসেবে ধরলে ৬ ঘণ্টা করে ৪ বছরে একযোগে হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'প্রায় ২৪ ঘমটা বা একটি দিন (প্রায় শব্দটা কিন্তু মাথায় রেখো, একটু পরেই আসছি।) ওই যে ফেব্রুয়ারী বেচারা মাত্র ২৮টা দিন নিয়ে বসে আছে, ওকেই দাও এই বাড়তি একদিন। এখন থেকেই তৈরি হল 'লিপ-ইয়ার' বা অধিবর্ষ-এর ধারণা। এবং ঠিক করা হল, যে বছরের সংখ্যাটি ৪ দিয়ে বিভাজ্য, তা-ই হবে লিপ-ইয়ার। গল্প এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত, কিন্তু মুশকিল ঘটল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ।

মহাবিষুব অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধের কর্কটক্রান্তি রেখার উপর লম্বাভাবে যখন সূর্য এসে পড়ে, যাকে 'মার্চ ইকুইনক্স'-ও বলে, তা আসলে ঘটে ২০ বা ২১ মার্চ। কিন্তু ১৫৮২-তে তা ঘটে গেল ১১ মার্চই। আবার রে রে রব।

এবার দেখা গেল দিন কম নয়,বেশি ধরা হয়ে গিয়েছে। ওই যে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড, সেখানে যে প্রায় ১২ মিনিট জোর করে গুঁজে দিয়ে ৬ ঘণ্টা করা । সেই ১২ মিনিটকেও তো দূর করতে হবে। দেখা গেল, প্রতি ৪০০ বছরের এই ১২ মিনিট সাকুল্যে হয়ে যায় অতিরিক্ত ৩দিন। এই তিনটে দিনকে বাদ দেওয়ার জন্যই নতুন গণিত তৈরি হল যে, যে বছরটির শতক শুধু ৪ দিয়েই নয়, ৪০০ দিয়েও বিভাজ্য, তা-ই লিপ-ইয়ার নয়। ২১০০ সালেও লিপ-ইয়ার নয়। এবং এই আধুনিক পদ্ধতিই 'গ্রেগরিয়ান ক্যালান্ডা'র নামে পরিচিত,যা আমরা মেনে থাকি আজ। আর এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বঙ্গাব্দেও জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে রেখে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে মেনে ফেব্রুয়ারীকে অনুসরণ করে প্রতি অধিবর্ষের ফাল্গুন মাসে ৩১টি দিন হয়ে যায়। কিন্তু, ২৯ ফেব্রুয়ারী আর ৩১ ফাল্গুন তো একদিনে পড়ে না। আর সেখানেই মজা। তাই, লিপুর জন্মদিন দু'বার আসলেও বাংলা মতে আমরা সবরারেই খেয়েছিলাম লিটেপুটে, মানে লুটেপুটে। তাহলে, লিপু রহস্য ভেদ হল তো। **(সৌজন্যে-প্রতিদিন)**

গরীব লোকদের জীবিকা নির্বাহ করতে ধীরে ধীরে কিছু প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১১।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটিতে মানুষের অনেক অসুবিধা হচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, সরকার ধীরে ধীরে কয়েকটি সেক্টর খুলে দেয়ার চেষ্টা করছে যাতে গরীব লোকদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।রবিবার গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী তার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের জন্য অনুদান গ্রহণের সময় দেয়া বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা ধীরে ধীরে কিছু (সেক্টর) পুনরায় খুলে দেয়ার চেষ্টা করছি। যাতে লোকেরা পবিত্র রমজানে কিছু জীবিকা অর্জন করতে পারে সেজন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।দেশের ৫৫টিরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্রদের সহায়তায় রবিবার প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান প্রদান করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমরা জানি মানুষের অনেক সমস্যা হচ্ছে। আমরা তাদের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছি।এ সংকটকালে বিপুল ধান ঘরে তোলা কৃষকদের দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, যেহেতু ধানের (এ মৌসুমের) প্রায় ফসল ঘরে তোলা হয়েছে, তাই মানুষের খুব বেশি (খাদ্যের ঘাটতির কারণে) অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দেশের অর্থনীতির অনেক ক্ষতি হয়েছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যারা দৈনিক কাজের ওপর নির্ভরশীল তারা তাদের কাজ হারিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে অনেকেই বেকার হয়ে পড়েছে।

যদিও আমরা সহায়তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তারপরও তাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এসব অনুদান গ্রহণ করেন।সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব ড় আহমদ কায়কাউসের কাছে অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন।এসময় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তহবিলের জন্য ৫০ হাজার সার্জিকাল মাস্ক সরবরাহ করে।

অনুদান প্রদান করা ৫৫টি সংস্থার মধ্যে রয়েছে- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জামালপুর), শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় (নেত্রকোনা), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় এবং উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ।সংস্থাগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, নগদ (রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক পরিষেবা), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল), প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কনস্ট্যাবুলারি (এমওডিসি), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বাংলাদেশ সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ, জীবন বিমা করপোরেশন, সাধরণ বিমা করপোরেশন, বাংলাদেশের বিনিয়োগ সহযোগিতা এবং বাংলাদেশ বীমা সমিতি।এছাড়া আরও অনুদান প্রদান করেছে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, বিসিএস কাস্টমস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বিসিএস কৃষি সমিতি, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন অফিসার্স সমিতি, পোল্ট্রি সমিতি, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স পরিষদ, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সমিতি, বঙ্গবন্ধু পিডব্লিউডি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সমিতি, বাংলাদেশ চা সমিতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ক্লাব লিমিটেড, বুয়েট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ নিবন্ধীকরণ সেবা সমিতি, থার্মাক্স গ্রুপ, ম্যাক্স গ্রুপ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং পূর্বাচল ক্লাব লিমিটেড। এসব সংস্থার পাশাপাশি মোস্তাসিম বিল্লাহ সিয়াম নামে একজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ অনুদান করেন।

সোমবার আগরতলায় দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী প্রদান প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯ : কৃষি উন্নয়নে বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সহায়তা চান বিশেষজ্ঞরা

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১১।। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট বিদ্যমান সমস্যা কাটিয়ে উঠতে কৃষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহায়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সোমবার বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং (সানেম) ও ভারতীয় থিংক ট্যাঙ্ক এশিয়ান কনফ্লুয়েন্সের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'কৃষির উন্নয়ন এবং বাণিজ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা: বাংলাদেশ-ভারত প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেন।ওয়েবিনারটি পরিচালনা করেন সানেমের নির্বাহী পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড় সেলিম রায়হান।এতে আলোচক হিসেবে যুক্ত ছিলেন- অর্গানিক বাংলাদেশ লিমিটেডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস ছালাম, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড় নাহিদ সাত্তার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক মাহতাব উদ্দিন এবং এসিআই লজিস্টিকস লিমিটেডের বিজনেস স্ট্রাটেজি এন্ড কনজুমার এনগেজমেন্টের টিম লিডার মাহাদী ফায়সাল।ওয়েবিনারে বিশেষ বক্তব্য দেন ভারতের শিলংয়ের ইন্ডিয়া ইস্ট এশিয়া সেন্টারের এশিয়ান কনফ্লুয়েন্সের নির্বাহী পরিচালক সব্যসাচী দত্ত।

অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্যে ড় রায়হান বাংলাদেশ ও ভারতের কৃষি বাণিজ্যের সার্বিক পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরেন। বর্তমান কভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে এ দুই দেশের বাণিজ্য ও কৃষির সমস্যাগুলো নিয়েও তিনি সংক্ষেপে আলোকপাত করেন।

বিশেষ বক্তব্যে সব্যসাচী দত্ত কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করেন তিনি।এ ধরনের সহযোগিতা বৃদ্ধিতে দুই দেশের থিংক ট্যাঙ্কগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে মত দেন তিনি।প্যানেল আলোচনার শুরুতে, ড় নাহিদ সাত্তার বাংলাদেশের কৃষি বাজারের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং বলেন যে চলমান মহামারির ফলে এ সমস্যাগুলো আরও প্রকট হয়ে উঠছে। মহামারির ফলে ভোক্তাদের আয় কমে যাওয়ায়, কৃষি পণ্যের বিক্রয় বিঘ্নিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।তিনি আরও বলেন, এ সংকট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে এবং মহামারির পূর্বে কৃষি বাজার কাঠামোয় যে সমস্যাগুলো ছিলো সেগুলো দূর করতে বাংলাদেশের কৃষির বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটা দরকার।কৃষি ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক সহযোগিতার তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে তিনি চিহ্নিত করেন: বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠান (শিক্ষা, গবেষণা, বাজার কাঠামো) এবং পরিবেশ।

ড় সাত্তার বলেন, দুই দেশেই অনেক প্রথিতযশা কৃষিবিজ্ঞানী থাকার পরেও, আন্তর্জাতিক সম্মেলন ছাড়া তাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ হয় না।'এ অবস্থায় বাংলাদেশ ও ভারতের কৃষিবিজ্ঞানী, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উচিত,' যোগ করেন তিনি।

বাংলাদেশ ও ভারতের একাডেমিশিয়ান, গবেষক, বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণকারী এ ওয়েবিনারে যুক্ত হন। ওয়েবিনারটি সানেমের ফেসবুক পাতা থেকেও সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

ঝাড়গ্রামে করোনা আক্রন্তের সংখ্যা ৩, আতঙ্ক এলাকায়

ঝাড়্গাম, ১১ মে (হি. স.) : একদিনে এক শিশু সহ তিনজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়ায় গ্রীণ জোন থেকে কমলা জোন হয়ে গেল ঝাড়্গাম জেলা। গ্রামীণ ও শহর এলাকায় করোনার থাবা বসানোর পরেই জেলা জুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে সাধারন মানুষের মনে। যদিও জেলা পুলিশ প্রশাসন অতি তৎপরতার সাথে কাজ করছেন।

জেলা স্বাস্থ্য দফতর ইতিমধ্যে জেলার তিনটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং ভ্রাম্যমান ম্যডিক্যাল ভ্যনের মাধ্যমেও বিভিন্ন ব্লকের গ্রামীন এলাকার অধিক পরিমান মানুষজনদের লালারস সংগ্রহ করেছে পরিক্ষার জন্য। এদিকে গ্রামীন এলাকায় যে পরিবার গুলিতে করোনা ধরা পড়েছে তাদের পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যাতে খাবারের কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিডিওদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজর রাখার জন্য বলা হয়েছে।এদিকে তিন জনের করোনা ধরা পড়ার পর ওই তিনটি পরিবারের ছয় জন সদস্যের ইন্সিটিউশন্যাল কয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে এবং তাদের লালরসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে জেলা প্রশাসন সূত্রে।তাদের রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে ওই তিন পরিবারের ছয় জনের মধ্যে কারো করোনা পজেটিভ রয়েছে কিনা।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে জেলা জুড়ে এ পর্যন্ত প্রায় বারোশো নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে।ইতিমধ্যে যারা বাইরে থেকে তথা অন্য জেলা বা রাজ্য থেকে ফিরেছেন তাদের হোম কয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে।

অন্য দিকে জেলায় পরপর করোনা আক্রান্তের ঘটনার পর জেলার বিভিন্ন জনবহুল জায়গা তথা বাজার, বাস স্ট্যান্ড এলাকা গুলিতে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।জেলার বিভিন্ন ব্লক গুলির থানা, বাজার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র , সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর , মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর সহ বিভিন্ন জনবহুল জায়গা গুলিতে স্যানিটাইজ করা হচ্ছে।অন্য দিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নমুনা সংগ্রহের জন্য তৈরি করা হচ্ছে কিয়স্ক।বিভিন্ন হাসপাতাল গুলির বাইরে রাখা থাকবে এগুলি বলে জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।সব মিলিয়ে জেলাকে সংক্রমণ মুক্ত রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।এদিকে জেলা সদর ঝাড়্গামের জুবিলি মার্কেটের একটি দোকানের এক কর্মচারির করোনা ধরা পড়ার পর থেকে শহরে আতঙ্ক থাকলেও এদিনও হুশ ফেরেনি অনেকের।বহু মানুষকেই এদিন দেখা গিয়েছে রাস্তায়।

জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বায় বাজেয়াপ্ত তিনটি গ্রেনেড ও ৫৬ রাউন্ড গুলি

জম্মু, ১১ মে (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তিনটি গ্রেনেড ও ৫৪ রাউন্ড একে ৪৭ স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি। রবিবার প্রশাসনের তরফ থেকে এই খবরে জানানো হয়েছে। এরপরই গোটা এলাকা জুড়ে চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনা।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার সাম্বা জেলার পাকিস্তান লাগোয়া আন্তজার্তিক সীমান্তে কান্ডির গোরান গ্রাম থেকে তিনটি গ্রেনেড ও ৫৬ রাউন্ড এ কে ৪৭ গুলি দেখতে পেয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে এগুলি বাজেয়াপ্ত করে। পরে গোটা এলাকা জুড়ে যৌথ তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ ও সেনা। যদিও জঙ্গিদের কোনও খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। তবুও আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি আরো কঠোর করা হয়েছে।

লকডাউন : ভারত থেকে গত ৪০ দিনে বাংলাদেশে ফিরেছেন ৩,৩৩৬ জন বাংলাদেশী

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১১।। করোনাভাইরাস সংক্রমণের মধ্যে গত এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত বেনাপোল টেকপোস্ট দিয়ে ভারত থেকে দেশে ফিরেছেন তিন হাজার ৩৩৬ জন বাংলাদেশি।প্রতিবেশী দেশ আসা যাত্রীদের সুরক্ষায় বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট নোমান্সল্যান্ডে স্বাস্থ্যসম্মত জীবানুনাশক স্প্রে, হ্যান্ড সেনিটাইজিং ও প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের কাজ করছে বিজিবি সদস্যরা।

যাত্রীদের প্রবেশের মুখেই করোনা ঝুঁকি রোধে জীবানুনাশক স্প্রে, থার্মাল স্ক্যানার দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে মাইক্রোবাসে করে স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে পৌঁছে দিচ্ছে বিজিবি সদস্যরা।সেখানে তাদের ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যাত্রীদের সেবায় সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন তারা।সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি বেনাপোল বন্দরে কর্মরত বন্দর শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণও করছে বিজিবি।ইতিমধ্যে বেনাপোল চেকপোস্টে ভারত ফেরত যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরিক্ষায় নিয়োজিত ৬ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তবুও ঝুঁকি নিয়েই চিকিৎসকরা করোনার মোকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছেন। বেনাপোল আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পুলিশ ইমিগ্রেশনের ওসি আহসান হাবীব জানান, গত এপ্রিলে বেনাপোল দিয়ে ১ হাজার ৮০০ যাত্রী দেশে ফিরেছেন। আর চলতি মাসের গত ১০ দিনে ফিরেছেন ১ হাজার ৫৩৬ জন।ভারত থেকে ফেরা প্রত্যেক যাত্রীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে ১৪ দিনের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারাইনটিনে রাখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন জানান, এখনো ভয়াবহ করোনাভাইরাস আতঙ্কের মধ্যে ভারত থেকে প্রতিদিন দেশে ফিরছেন শতশত যাত্রী। ফলে বেনাপোলবাসী আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।'তবে বিজিবি সদস্যরা চেকপোস্টে অনান্য সংস্থ্যার পাশাপাশি যাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে সীমান্ত সুরক্ষা দিচ্ছেন, আমরা ব্যবসায়ীদের পক্ষথেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' যোগ করেন তিনি।

৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সেলিম রেজা বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত করোনাভাইরাস নিয়ে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয়, ততদিন তাদের এ কার্যক্রম অব্যহত থাকবে।

অসম : সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে শূকরের মৃত্যু, রাজ্য সরকার প্রদত্ত পরিসংখ্যান সঠিক নয়, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : গোটা রাজ্যে গত কয়েক সপ্তাহে শূকরের শরীরে সোয়াইন ফিভার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে সরকারি তথ্য মতে রাজ্যে ২৬০০-এর ও বেশি শূকরের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রদত্ত এই পরিসখ্যান সঠিক নয় বলে দাবি করেছে জিপাল কৃষক শ্রমিক সংঘ নামের এক বেসরকারি সংগঠন।

সংগঠনটির মতে, খোদ প্রাণীসম্পদ ও কৃষিমন্ত্রী অতুল বরার নির্বাচনী এলাকা বোকাখাতের দুসুঁতিমুখ গ্রাম পঞ্চায়তের সেলেক গ্রামের ২৩৭টি পরিবারের ৪, ২০১টা শূকরের ইতিমধ্যেই মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের যে সকল দরিদ্র যুবক অর্থ উপার্জনের জন্য শূকর পালনকেই একমাত্র জীবিকার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বর্তমানে তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

রাজ্যের শূকর পালকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্তে শূকরের মৃত্যু নিয়ে মন্ত্রী ভুল তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন সংগঠনের সংগঠনের উপদেষ্টা ও সম্পাদক যথাক্রমে সোনেশ্বর নরহ এবং প্রণব দলৈ।

তাঁদের অভিযোগ, প্রাণীসম্পদ মন্ত্রীর উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে বিভাগী একাংশ আধিকারিক এবং কর্মচারী জায়গায় জায়গায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে না দেখেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে শূকরের মৃত্যুর তালিকা তৈরি করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন বলে অভিযোগ তুলে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছেন জিপাল কৃষক শ্রমিক সংঘের উপদেষ্টা সোনেশ্বর নরহ এবং সম্পাদক প্রণব দলৈ। সোনেশ্বর নরহ এবং প্রণব দলৈ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিবৃতিতে সংগঠনের ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়েছে। বিবৃতিতে তারা লিখেছেন, আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে ২,৬০০ শূকরের মৃত্যু হওয়ার যে তথ্য মন্ত্রী অতুল বরা প্রকাশ করেছেন তা নিতান্ত ভুল।

পরিসংখ্যান দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, গোলাঘাট জেলার সরুপথার কেন্দ্রের টেঙানি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিকরি গ্রামে ১৯৪টি শূকরের মৃত্যু হয়েছে, গোগামুখে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬০টি গ্রাম রয়েছে। সেখানে শূকরের মৃত্যুর সংখ্যা ১৪,৬৪৭, শিবসাগর জেলার ডিমৌ অঞ্চলের কতিয়রি, ভীমপাড়া, দলপা, রজাবাড়ি গ্রামে ৫,০০০-এরও বেশি শূকরের মৃত্যু হয়েছে। দিসাংমুখ অঞ্চলের অফলা গ্রামে ১,১০০টি, দিখৌমুখের আলিমূর—বড়গ্রামে ৫০০-র বেশি এবং লখিমপুরের কদম মিসিং গ্রামে রঙানদীর পাড়, ঘাগর—মাতমরা অঞ্চলে ১,৫০০-এর বেশি শূকরের আফ্রিকান সোয়াইন ফিভারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। প্রয়োজন হলে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় যত শূকরের মৃত্যু হয়েছে তার সমস্ত সঠিক রিপোর্ট তাঁরা তুলে দিতে পারবেন বলেও বিবৃতিটিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া মহামারি করোনার করাল প্রভাব পড়েছে শূকর পালকদের ওপর। লকডাউনের ফলে রাজ্যের সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়েছে শূকরের ব্যবসা, রিসর্ট, রেস্টুরেন্টও। ফলে বাজারে শূকরের মাংসের চাহিদাও স্বাভাবিকভাবেই কমেছে। মাথায় হাত পড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শূকর পালকদের। যে সব জেলায় শূকরের খামারগুলিতে সোয়াইন ফিভার সংক্রমণ হয়েছে খুব শীঘ্রই সেখানে পশু চিকিৎসা শিবির বসানো হোক দাবি তুলেছেন সংগঠনের পদাধিকারীরা। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াকে গুরুত্ব সহকারে নিতে আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের উপদেষ্টা এবং সম্পাদক যথাক্রমে সোনেশ্বর নরহ এবং প্রণব দলৈ।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন কাছাড়ের নয়া জেলাশাসক কীর্তি জল্লি

শিলচর (অসম), ১১ মে (হি.স.) : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসা সুবিধা ও চিকিৎসা পরিষেবা ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন কাছাড়ের নয়া জেলাশাসক কীর্তি জল্লি।

গত শনিবার কাছাড়ের জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে কীর্তি জল্লি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. বাবুল কুমার বেজবরুয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কোভিড-১৯ চিকিৎসায় নিয়োজিত ডাক্তারগণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিক। ছিলেন ডা. ভাস্কর গুপ্ত, সুপারিনটেনডেন্ট, ডা. অভিজিৎ স্বামীও।

বৈঠকে জেলাশাসক কোভিড-১৯ রোগীদের ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীনদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, তাঁদের মুখে সে সব শুনেছেন জেলাশাসক।

ডা. বেজবরুয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে এমন বিষয়গুলি বৈঠকে তুলে ধরেন। এ সব বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আশ্বাস দেন, সমস্যাগুলি যত শীঘ্র সম্ভব সমাধান করা হবে। অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত সাত্তওয়ানর সাথে সমস্ত ওয়ার্ড, ব্লাড ব্যাংক এবং রোগতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারও পরিদর্শন করেছেন জেলাশাসক।

গত কয়েক মাস ধরে সমস্ত নিবেদিত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পরিষেবা প্রদানের জন্য, বিশেষত করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ফলে সৃষ্ট বিপজ্জনক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্মুখ সমরে নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স এবং অন্য সর্বস্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসায় নিযুক্ত সমস্ত ডাক্তার ও সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। এছাড়া প্রায় ৬৩১ একর জুড়ে বিস্তৃত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসের সমীক্ষা নেন জেলাশাসক।

ওড়িশা সীমান্তে কাজ করতে আসা ৬৫০ জন শ্রমিককে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ

ঝাড়্গাম, ১১ মে (হি. স.) : পাশের রাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন এরাজ্যের শ্রমিকেরা। কিন্ত লকডাউন শুরু হওয়ায় আর বাড়ি ফিরে আসতে পারেনি। পরে রাজ্য সরকার উদ্যোগ নেয় পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার। সোমবার ওড়িশা সীমান্তে কাজ করতে আসা ৬৫০ জন শ্রমিককে দুপুরের খাবার ব্যাবস্থা করেন ঝাড়্গাম জেলার গোপীবল্লভপুর থানার পুলিশ ও জেলা প্রশাসন।

পরে বাসে করে পরিযায়ী শ্রমিকদের তাদের জেলার বিভিন্ন ব্লকে পাঠানোর ব্যাবস্থা করেন। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ঝাড়্গাম জেলার কাজ করতে আসা ১৫০০ পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে। এদিন সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে বাসে করে তাদের নির্দিষ্ট জেলায় পাঠানো হয় হয় বলে জেলা পুলিশ প্রশাসন সুত্রে জানা গিয়েছে।

বাংলাদেশে ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০৩৪ জনের করোনা শনাক্ত, আরও ১১ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১১।। মহামারি করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বে কমতে শুরু করলেও বাংলাদেশে ঠিক উল্টো চিত্র। মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিদিন কমা-বাড়ার মধ্যে থাকলেও আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে।গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ১০৩৪ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়ার কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে সোমবার পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হাজার ৬৯১ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১১ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩৯ জনে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

এদিকে দেশে করোনার নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার হারও বেড়েছে। ফলে বেড়েছে নতুন করোনা রোগীর সংখ্যাও। আর শনাক্তের বেশিরভাগই ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকার।নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৭ হাজার ২৬৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৭ হাজার ২০৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় একদিনে দেশে রেকর্ড ১০৩৪ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে।নতুন করে মারা যাওয়া ১১ জনের মধ্যে পাঁচজন পুরুষ এবং ছয়জন নারী বলে জানান তিনি।এছাড়া নতুন করে ২৪ ঘণ্টায় আরও ২৫২ জন করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগী সুস্থ হওয়ায় মোট ২ হাজার ৯০২ জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।

কেন্দ্র সব খুলে রাজ্যগুলোকে লকডাউন কার্যকর করতে বলছে : মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১১ মে (হি স):করোনা মোকাবিলায় সোমবার প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে রাজ্যের সকল মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে বৈঠক চলছে।এটি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীদের পঞ্চম ভিডিও কনফারেন্সে।এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৈঠক থেকে "কেন্দ্র সব খুলে রাজ্যগুলোকে লকডাউন কার্যকর করতে বলছে" প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এমনটাই বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী।কেন্দ্র সব খুলে রাজ্যকে লকডাউন কার্যকর করতে বলছে।কোথায় লকডাউন করতে হবে কোথায় না সেই সিদ্ধান্তের ভার দেওয়া হোক রাজ্যকে।ট্রেন চালিয়ে, সীমান্ত খুলে বলছে সংকটের মোকাবিলা করো"।

অন্যদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, " পরিযায়ী শ্রমিকদের থেকে ট্রেনের ভাড়া কেন নেওয়া হবে।আটকে পড়াদের স্বাস্থ্য, খাবারের ব্যবস্থা করবে রাজ্য।কেন্দ্র দিতে না পারলে রাজ্য তৈরি। ভিন রাজ্যে আটকে পরাদের ফেরাতে বাংলা তৈরি।ইতিমধ্যেই লক্ষ মানুষ বাংলায় ফিরেছেন"।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

জানা, অজানা অজিতেশ

সম্রাট মুখোপাধ্যায়: ঝাঁকড়া চুলের এক রোগা ছেলে, মায়াভরা দুটো চোখ নিয়ে এ'শহরে এসে দারিদ্রকে হারিয়ে হয়ে উঠেছিলেন মঞ্চের সম্রাট। ব্যক্তিজীবনেও নিয়মকানুন চুরমার করে দিয়েছিলেন। এরকমই এক শারদ অবকাশে চলেও গিয়েছিলেন হঠাৎ। এক স্মৃতিকথার প্রকাশে তাঁকে ফিরে দেখা। নানা অজানা কথায় বুঝতে পেরেছিলেন কি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, যে সে বছর ১৪ অক্টোবরের পরে আর তাঁর জীবনে কিছু পড়ে নেই? না'হলে তাঁর সেই খাতা, যাতে লেখা থাকত অন্তত মাসখানেকের আগাম কর্মসূচির 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট', আর কিছু লেখেননি কেন সেখানে ১৪ অক্টোবরের পর!১৪ অক্টোবর, ১৯৮৩। সেবার পড়েছিল দুর্গাপুজোর অষ্টমী। আর সেদিনই চলে গেছিলেন তিনি এ'পৃথিবী ছেড়ে। ভোররাতে। এক নিদারুণ হার্ট অ্যাটাকে। মাত্রই দু'সপ্তাহ পার হয়েছে তখন, ৫০ বছরের জন্মদিন পূর্ণ হবার। খবর পেয়ে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলের ছেলেরা সাত—আটজন ডাক্তারে ভরিয়ে দিয়েছিল ঘর। কিন্তু ততক্ষণে পাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেছে।উড়ে যাবার বা পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে এই মহানটের শেষ বলা কথাটি ছিল, 'আমি বোধহয় মরে যাচ্ছি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।' কথাগুলি ডাক্তার আসার আগে যাঁর হাতের মুঠি ধরে অজিতেশ বলে যাচ্ছিলেন, তিনি রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়। অজিতেশের জীবনের শেষ এক যুগের জীবন---সঙ্গিনী। সমাজের অনুশাসন 'তোয়াক্কা' না করে যাঁর সঙ্গে অজিতেশের ঘর বাঁধা ও সহবাস। বেলেঘাটার সিআইটি রোডের দু—কামরার এক ফ্ল্যাটে। বাগবাজার—এর বাড়ি (যে বাড়িতে প্রতিবেশী ছিলেন অজিতেশ আর রত্না) ছেড়ে আসা ইস্তকই এই বাড়িই ছিল অজিতেশের আমৃত্যু বাসভূমি। পি ৮৩এ, সিআইটি রোড, কলকাতা---১০। অজিতেশের শেষ ঠিকানা।সেতুবন্ধনে

'অজিতেশের শেষ ঠিকানা' ঠিক এই নামেই সম্প্রতি একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ পেয়েছে রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যার অনেকটাই প্রকৃত—প্রস্তাবে এক দিনলিপি। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক 'জীবন্ত—আগুনের—স্বরলিপি'র সঙ্গে দিনযাপনের দিনলিপি, যা রত্না লিখেছিলেন ডায়েরিতে। সেই সময়েই। একান্তই নিজস্ব স্মৃতিধারণের উপায় হিসাবে। সময় কাটাতেও কিছুটা। সেই ডায়েরি রত্নাদেবীর এক আত্মীয়সূত্রে শঙ্খবাবু (ঘোষ), শমীকবাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) হাত ঘুরে অবশেষে প্রকাশ পেয়েছে। মুখবন্ধ লিখেছেন শমীকবাবু। প্রকাশ করেছে 'থীমা'। মাঝপথে থেমে যাওয়া ডায়েরিকে পরে লিখে অবশ্য আবার সম্পূর্ণ করেছেন রত্নাদেবী। আর সেই বই জুড়ে কত যে না—জানা কথা। যার উন্মোচন এই প্রথম বোধহয়। তার ভেতর প্রেম—দাম্পত্য—অভাব—মৃত্যু এসবেরও অতি---ব্যক্তিগত আখ্যান যেমন, তেমনই উঠে এসেছে অজিতেশের প্রথম জীবনে দারিদ্র—কণ্টকিত লড়াই নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য। আবার এসেছে তাঁর নানা নাটকের তৈরি হয়ে ওঠার রোমাঞ্চকর নেপথ্য—বৃত্তান্তও। যেসব নাটক ভেবেও করা হয়নি নানা---সময়ে, আছে তার হদিশও। মৃত্যু যে কতকিছু কেড়ে নিয়ে যায়!এ বই যেন আগাগোড়া নানা অনুন্মোচিত—অজিতেশের নতুন করে প্রকাশ পাওয়া।নাটক করতে এ'শহরে আসেননি অজিতেশ। যাঁর নাম তখন অজিত, শুধু অজিত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শহরে এসেছিলেন পড়াশুনা করতে। কলেজে। শ্যামবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে ইংরেজি অনার্স—এর ছাত্র অজিত সেসময়। নিজের বাইরের জগতের বই পড়া দিয়ে ছাত্রাবস্থাতেই যে চমকে দিতে পারে কলেজের ডাকসাইটে অধ্যাপকদের। প্রিয়ও হয়ে উঠতে পারে শিক্ষক তথা সহপাঠীদের কাছে। কালো, বেশ রোগা, ঈষৎ গ্রাম্য চেহারা, মাথাভরা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পরনে ঈষৎ মলিন ধুতি—জামা, কিন্তু চোখ দুটোর দিকে কারোর নজর গেলেই তাকে স্তব্ধ হয়ে যেতে হবে। এত গভীরতা সেখানে। আর প্রাণচাঞ্চল্য। প্রতিটা কথা বলেন আশ্চর্য উত্তাপে।সে উত্তাপের জোগান কিন্তু আসে শুধু নাটক থেকে নয়। কলেজ জীবনেই নাটকের সূত্রপাত অজিতেশের ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর চিন্তায় আগুন ঠেসে দেয় রাজনীতি। কলেজ তথা কলেজের বাইরে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী তখন অজিত। এতটাই যে কলেজের স্টুডেন্টস ফেডারেশন ছেড়ে তিনি একসময় হয়ে উঠেছেন দমদমে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির লোকাল কমিটির সম্পাদক। শুধু গণনাট্য সংঘ নয়, করেন শ্রমিক সংগঠনও। ইউনিট গড়তে পাড়ি দেন নতুন নতুন কারখানায়।আর থাকেন? একেবারেই 'শ্রেণিচ্যুত' হবার মতো এক পরিবেশে। রাজাবাজারের ভেতরে এক বস্তিতে। যে খোলার চালের ঘরে বাস, তার দেওয়ালের সবদিকেই স্পঞ্জের মতো ছ্যাঁদা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, চারপাশে ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ, পাশেই টিবি রোগীর বাস, এজমালি পায়খানা। ইলেক্ট্রিসিটির কথা ভাবাও এখানে স্বপ্ন! খাওয়া? কোনওদিন অর্থাভাবে এমনও 'পনেরো পয়সা দিয়ে রাজাবাজারের ফুটপাথ থেকে দুটো রুটি আর রুটির সঙ্গে ফ্রি হিসাবে মেলা গরুর নাড়িভুঁড়ির ছেঁচকি।' তারপর পেটের জ্বলুনি কমাতে পাঁচ পয়সা দিয়ে পাতিলেবু কিনে রাস্তার জলে ধুয়ে খাওয়া। এক সময় কলেরা হয়েছে। বস্তির লোকেরা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে।সম্বল বলতে টিউশনি। আর গল্প লিখে একটি পত্রিকা থেকে কিছু পয়সা পাওয়া। গল্প বলতে সেই পত্রিকার সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সংস্কৃত গল্পের অনুবাদ। বোঝাই যাচ্ছে ইংরেজি অনার্সের ছাত্র অজিতেশ ভালরকম সংস্কৃতও জানতেন। এই গল্পগুলোর একসঙ্গে করা 'ফাইল' রত্না জানাচ্ছেন তাঁর কাছে আছে, যা কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। পরেও অজিতেশ কিছু কিছু গল্প লিখেছেন। সেগুলো মৌলিক। লিখেছিলেন একটি উপন্যাসও। নাম 'ভালো লেগেছিল'। পাশ পেপার ছিল বাংলা আর ইকোনমিক্স। তা ফাইনাল ইয়ারে ইকোনমিক্স পরীক্ষার দিন হাতে একটাও পয়সা নেই খাবার মতো। রাতে না ঘুমিয়ে, ভোর থেকে উঠে পড়ে, বেলা এগারোটা অবধি পড়ে, অর্থনীতির বইটা পুরনো বইয়ের দোকানে বেচে দিলেন অজিত। তারপর সেই পয়সার খানিকটায় পাইস হোটেলে ভাত খেয়ে পরীক্ষা দিতে ঢুকে পড়লেন হলে।এসবের মাঝেই মাঝে মাঝে 'পলাতক' হতেও হত। কখনও বিপক্ষ দলের গুন্ডাদের হাত থেকে বাঁচতে। কখনও আবার পুলিশের হাতে পড়া থেকে বাঁচতে। পার্টির একটা মিটিং---এ উত্তর কলকাতায় কমল বসুর বাড়িতে আলাপ হয়েছিল জ্যোতি বসুর সঙ্গে। অনেক বছর পরে। তখন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বহু দূরের বাসিন্দা অজিতেশ। অভিনয়ই একমাত্র কাজ। সিনেমা করছেন। পরিচিতি বেড়েছে। বোম্বে আর বাংলার অভিনেতাদের প্রদর্শনী এক ক্রিকেট ম্যাচ। উদ্বোধন করতে এসেছেন জ্যোতিবাবু। মুখ্যমন্ত্রী তখন। শিল্পীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় জ্যোতিবাবু অজিতেশের হাতটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'আমরা তো পূর্ব—পরিচিত, তাই না?'সেইসব নানা রঙের দিনঅথচ সাধের এই পার্টির সাংস্কৃতিক সেলের সঙ্গেই একসময় বিরোধ তৈরি হল! 'নান্দীকার' তখনও কোনও নিবন্ধীকৃত গ্রুপ থিয়েটার নয়। বরং 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'---এর 'নান্দীকার' শাখা। নাটক বাছা হল ইতালীয় নাট্যকার পিরানদেল্লোর 'সিক্স ক্যারেক্টার্স ইন দ্য সার্চ অফ অ্যান অথর'। বন্ধু রুদ্রপ্রসাদের অনুবাদে যা দাঁড়াল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। প্রযোজনা প্রায় তৈরি। মঞ্চস্থ হবে। কিন্তু গণনাট্য নেতৃত্বের একাংশ আপত্তি তুললেন মূল নাট্যকার সূত্রে। লিইউজি পিরানদেল্লো ছিলেন মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট পার্টির প্রকাশ্য সমর্থক। ফলে তার লেখা নাটক কোনওভাবেই সমাজতান্ত্রিক শিবির সংলগ্ন কোনও দল করতে পারে না। করা উচিত নয়। যুক্তি দিল নেতৃত্ব। পাল্টা যুক্তি দিলেন অজিতেশ ও 'নান্দীকার', যে এ নাটকে বঞ্চিত মানুষদের ভাঙাচোরা জীবনেরই কথা। তবু নেতৃত্ব অনড় রইলেন নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে। অনড় থাকলেন অজিতেশও। ফলে নাটক রইল। 'নান্দীকারও থাকল। শুধু গণনাট্যের শাখা হিসাবে আর থাকল না। আর এই এক নাটক সূত্রেই বোঝা গেল এসে গেছেন বাংলা মঞ্চে উত্তর—উৎপল—শম্ভু যুগের আধুনিকতার নতুন ভগীরথ। যিনি একের পর এক বিদেশি নাটক (চেকভ—পিন্টার—ইউনেস্কো—ব্রেখট মায় তলস্তয়) স্থানীকরণে ভরিয়ে দেবে বাংলা নাটকের মঞ্চ।ইংরেজি অনার্সের ছাত্রটি অধ্যাপনায় নয় মঞ্চের মাধ্যমে ইয়োরোপীয় আধুনিক নাটকের দীক্ষা দেবে বাঙালিকে।কিন্তু সেখানেও বিতর্ক। ১৯৬৪ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতায় তৈরি হল 'ব্রেখট সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। প্রথম সভাপতি সত্যজিৎ রায়। আর এর মুখপত্র 'এপিক থিয়েটার'—এর তৃতীয় সংখ্যায় এই সোসাইটির সভ্যবৃন্দের বয়ানে একটি বার্তা বেরোল, যাতে লেখা কয়েকটি কথা, '... ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর বুকে দুষ্টব্রণ। সমাজতন্ত্রেই সামাজিক সমস্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ। সংগ্রামী মানুষে বিশ্বাসী সমস্ত বিদেশি নাট্যকার আমাদের নাট্য আন্দোলনের দোস্ত। পিরানদেল্লো, ইয়োনেস্কো, বেকেট, পিন্টার অসবর্ণ এই বিচারে আমাদের নাট্য আন্দোলনের দুশমন।' অর্থাৎ এই বিচারে অজিতেশ চলে গেলেন শত্রুশিবিরে এক খোঁচায়! অনেকেরই ধারণা এই তীব্র বয়ানটি তৈরি করেছিলেন এই সোসাইটির প্রাণপুরুষ উৎপল দত্ত।এর কয়েক বছর পরে অজিতেশও ব্রেখটের নাটক করেন। 'তিন পয়সার পালা'। উৎপলবাবুর ভাল লাগেনি। 'অব্রেখটীয়' লেগেছিল সে প্রযোজনা। এরপর 'ভালোমানুষ'। এবারও সমালোচনাবিদ্ধ অজিতেশ ওই শিবির থেকে। অবশ্য পাল্টা উদাহরণও আছে, উৎপল---নাট্যের সমালোচনা অজিতেশই আগে করেন। সে নাটক ছিল 'তিতাস একটি নদীর নাম'। এর বাইরেও কথা আছে। পার্টি নির্বাচনের সময় অজিতেশকে বলেছিল পথনাটক করতে। তিনি পাল্টা বলেন, 'পেটে বালিশ বেঁধে অতুল্য ঘোষ সাজা তাঁর কাজ নয়।' এমন মন্তব্য নিঃসন্দেহে উৎপল দত্তের মতো পথনাটক করা 'প্রোপাগান্ডিস্ট'দের ক্ষুব্ধ করবেই।কিন্তু সামনাসামনি কেমন ছিল দু'জনের সম্পর্ক? রত্নার এই বইতে তার একটা মজাদার মুহূর্ত পাচ্ছি। একবার দু'জনের দেখা রবীন্দ্রসদনে এক অনুষ্ঠানে। অজিতেশের সঙ্গে রত্না। রত্নাকে অজিতেশ বললেন উৎপলবাবুকে প্রণাম করতে। রত্না বললেন, 'উনি তো প্রণাম নিতে পছন্দ করেন না।' তবু অজিতেশের কথায় রত্না প্রণাম করলেন। উৎপলবাবুও অস্বস্তি বোধ করলেন। অজিতেশ কিন্তু বুঝিয়ে দিলেন তিনি উৎপলবাবুকে কতটা শ্রদ্ধা করেন।অসমাপ্ত পাপপুণ্যরত্না ছিলেন অজিতেশের এক সহপাঠী তথা 'নান্দীকার' সঙ্গীর স্ত্রী। দলের ভাঙনের সময়েও এই নাট্যকার---অভিনেতা বন্ধু অজিতের দিকেই ছিলেন। পরে তাঁদের দুই বন্ধুর সংসারেই ভাঙন ধরল যখন ১৯৭২—এর ২২ মার্চ রাতের বেলায় অজিতেশ আর রত্না নিজেদের সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। শুধু মাত্র ভালবাসার টানে। শুরু করলেন একসঙ্গে থাকা। সেই বেলেঘাটার বাড়িতে। যেখানে অজিতেশ রত্নাকে বলেছিলেন, 'প্লিজ, জানলা দরজায় পেলমেট লাগিয়ে লম্বা লম্বা পর্দা ঝুলিয়ে আকাশটাকে ঢেকে দিও না।... যেন ঘরের মাঝখানটাতে দাঁড়িয়েও দেখতে পাই বাইরের পৃথিবীটাকে।' আর এই পর্দাহীন ঘরটা থেকেই বেরিয়েছিল অজিতেশের দেহ শেষযাত্রায়। একদিন যে অজিতেশ অন্যভাবে বাঁচতে চেয়ে কোলিয়ারি ছেড়ে এসেছিলেন এ'শহরে। রত্নার তখন মনে পড়েছিল একসময় দীর্ঘদিন পয়সার অভাবে এই বাড়িতে তাঁরা কোনও চেয়ার কিনতে পারেননি। কোনও অতিথি এলে চেয়ার ধার করে আনতে হত প্রতিবেশীদের ঘর থেকে।রত্না বিচ্ছেদ পেয়েছিলেন স্বামীর কাছ থেকে। অজিতেশ পাননি। অজিতেশের মা আর বোনেদের বিচারপতিকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠি তাঁর বিপক্ষে গিয়েছিল। আর সেদিন দুপুরে রত্না দেখেছিলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে কাঁদতে। অবিকল যেভাবে মঞ্চে তখন কাঁদতেন 'পাপপুণ্য' করতে গিয়ে। বিবাহবিচ্ছেদের মামলা উচ্চতর আদালতে গিয়েছিল। আর এর কিছুদিনের মধ্যেই তো চলে যান তিনি। সন্ধেবেলা পেশাদার মঞ্চে অভিনয় সেরে এসে। 'এই অরণ্য' নাটকে।ভেবেছিলেন পেশাদার মঞ্চেই আবার ফিরিয়ে আনবেন একটি বড় মাপের নাটক তৃপ্তি মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে। হল না। ভেবেছিলেন দ্রোণাচার্য আর শকুন্তলার গল্পের আধুনিক ব্যাখ্যায় নাটক লিখবেন। হল না। সব ছেড়ে চলে গেলেন সেই মানুষটি, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন সম্রাট ও সন্ন্যাসী।

ইতি, আপনাদের কিয়ারা

অন্তর্জালের দুনিয়ায় ভক্তদের প্রশ্নের সাপেক্ষে ঘরে থেকে কিয়ারার খোলা চিঠি:আমি সব সময়ই খানিকটা ঘরকুনো। যেখানেই থাকি, ঘরে ফেরার জন্য কাতর থাকি। বোধ হয় ঘরের খাবারের জন্য। আগে মাঝেমধ্যে আমি কেক বানাতাম। আর গাজরের হালুয়া। এখন আপনি একটা ভারতীয় খাবারের নাম বলতে পারবেন না, যেটা আমি রান্না করতে পারি না। আমি এ জন্য সত্যিই খুব খুশি আর গর্বিত। তাই আমার নিজেকে মোটেই মুরগি মনে হচ্ছে না, যাকে জোর করে খাঁচায় আটকে রাখা হয়েছে। আমি বাইরে যাওয়ার জন্য মোটেই পাগল হয়ে নেই। সম্প্রতি আমি আমার স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। এ যেন গাড়িতে করে নিজের ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যাওয়া। অনেকের মতো আমিও শুরুতে এই দিনগুলো নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। অনেকে দুশ্চিন্তায় রাতের পর রাত ঘুমাতে পারেনি। চারপাশে নেতিবাচকতার ছড়াছড়ি। এর ভেতরেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে, ভালো থাকতে হবে। সবাই ঘরে থেকে, নিরাপদ দূরত্বে থেকে শক্ত মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। আমি বেশ আছি। নিজের পছন্দমতো অনলাইন কোর্স করছি। নিজেকে সময় নিয়ে বোঝার জন্য এর চেয়ে ভালো সময় আর হয় না। আগে তো কাজে, চরিত্র নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম, যে নিজেকেই ভুলে থাকতে হতো। ছবি হিট করল, সেই সফলতা উপভোগ করারও ফুরসত মেলেনি। এখন না হয় ঘরে বসে প্রার্থনা আর শুকরিয়া করে নিজের জীবন যতটা এগোল, তাই উদ্‌যাপন করি। আর দোয়া করি, আপনাদের সমস্ত প্রার্থনার যেন উত্তর মেলে।

ইতি আপনাদের কিয়ারা

শাহরুখের বিপরীতে অভিনয় করে বলিউডে সফলভাবে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এই অভিনেত্রীরা

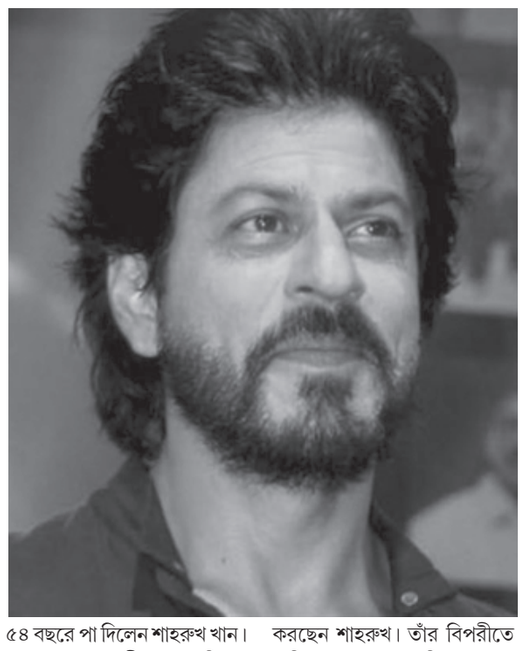

৫৪ বছরে পা দিলেন শাহরুখ খান। শুধু দেশ নয়, সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরেও শাহরুখের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। স্বভাবতই কিং খানের জন্মদিনে তাঁর ভক্তদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে বাঁধনছাড়া উচ্ছ্বাস। টুইটার থেকে ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়ায় সর্বত্র কিং খানকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট উপচে পড়ছে। বহু বছর ধরেই বলিউডে অভিনয় করছেন শাহরুখ। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করার জন্য মুখিয়ে থাকেন সবাই। এহেন শাহরুখের সঙ্গে অভিনয় করেই বলিউডে কেরিয়ার শুরু করেছেন অনেক অভিনেতা---অভিনেত্রী। জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। এই প্রতিবেদনে জেনে নেব সেরকমই ছয় অভিনেত্রীর নাম। শিল্পা শেট্টি: ১৯৯৩ সালে শাহরুখ খান তখন ধীরে ধীরে সুপারস্টার হওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। সেই সময়েই মুক্তি পেয়েছিল 'বাজিগর'। বক্স অফিসে অন্যতম হিট সিনেমা ছিল সেটি। শাহরুখের অভিনয় তো সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিলই, পিছিয়ে ছিলেন না শিল্পাও। নিজের প্রথম ছবিতেই শাহরুখের বিপরীতে দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন তিনি। আর তারপর থেকে শিল্পাকে আর কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মহিমা চৌধুরী: ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'পরদেশ' থেকেই বলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন মহিমা চৌধুরী। বিপরীতে ছিলেন 'এসআরকে'। ছবিটি বক্স অফিসে দুর্দান্ত ব্যবসা করেছিল। ফিল্মফেয়ারে 'বেস্ট ডেবিউ'—র পুরস্কার জিতেছিলেন মহিমা। এরপর দীর্ঘদিন বলিউডের বিভিন্ন সিনেমায় কাজও করেছিলেন তিনি। প্রীতি জিন্টা: ১৯৯৮ সালে 'দিল সে' সিনেমাটিতে প্রথমবার অভিনয় করেছিলেন প্রীতি জিন্টা। উল্টোদিকে ছিলেন সেই শাহরুখ খান। যদিও পরবর্তীতে সেরকম বড় কোনও সিনেমায় অভিনয় না করলেও, সুন্দরী প্রীতি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। শাহরুখের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও গভীর হয়েছিল। যা কিনা এখনও বর্তমান। দীপিকা পাড়ুকোন: কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোনের মেয়ে, তথা বলিউড অভিনেতা রনবীর সিংয়ের স্ত্রী। এসব কিছুর উপরে বলিউড অভিনেত্রী হিসেবেই পরিচিতি বেশি দীপিকা পাড়ুকোনের। সেই দীপিকাই নিজের বলিউড কেরিয়ার শুরু করেছিলেন শাহরুখের বিপরীতে। ২০০৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমা 'ওম শান্তি ওম'। তাতেই দুর্দান্ত অভিনয় করেছিলেন দীপিকা। ফিল্ম ফেয়ারে 'সেরা ডেবিউ'—এর পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। অনুষ্কা শর্মা: ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলির স্ত্রী তথা বলিউড অভিনেত্রী অনুষ্কা শর্মারও ডেবিউ সিনেমা ছিল শাহরুখের সঙ্গে। ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'রব নে বনা দি জোড়ি' সিনেমাটির মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছিলেন অনুষ্কা। সিনেমাটি তো হিট করেইছিল, পাশাপাশি 'বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস' এবং 'ফ্রেশ ফেস অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার জিতেছিলেন তিনি। মাহিরা খান: পাকিস্তানের অন্যতম বিখ্যাত অভিনেত্রী মাহিরা খানও ভারতে নিজের প্রথম ছবিতে অভিনয় করেছিলেন কিং খানের বিপরীতে। 'রইস' সিনেমায়।

একবারেই "খাইকে পান বানারাস ওয়ালা" গেয়ে ফেলেন কিশোর কুমার! জানালেন সমীর

৯০-এর দশক থেকে এখনও অবধি তাঁর রাজত্ব চলছে বলিউডে। সঙ্গীত জগতে তিনি আধিপত্য স্থাপন করেছেন। ৮-৮০ সকলেই তাঁর গানে মুগ্ধ, তিনি হলেন গীতাকার সমীর। গিনিস ওয়ার্ল্ড বুক রেকর্ডে সর্বাধিক গান লেখার রেকর্ড গড়েছেন এই শিল্পী। "মেরা দিল ভি কিতনা পাগল হে, "মে তো রাস্তে সে জা রাহা থা", "চার বাজ গায়ে লেকিন পার্টি আভি বাকি হে" এই জনপ্রিয় গানগুলি তিনি উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রজন্মের জন্য সমীর গান লিখেছেন এবং মনও জয় করেন। তবে এবার কিশোর কুমারকে নিয়ে তিনি এক অজানা কথা ফাঁস করলেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে সমীরের গানের জীবন নিয়ে কথা বলা হয়। কীভাবে তিনি এই জগতে এলেন এবং খ্যাতি অর্জন করলেন সমস্ত কিছুই জানালেন গীতিকার। কিশোর কুমারকে নিয়ে সমীর বলেন, "ডন" ছবির বিখ্যাত গান "খাইকে পান বানারাস ওয়ালা" তিনি একবারেই গেয়ে ফেলেন। এছাড়া কিশোর কুমার তাঁর বাবার লেখা একাধিক গানে নিজের গলাও দিয়েছেন।সমীর জানালেন, "আমার যখন ১৭ ছিল তখন এই গানের রেকর্ড হয় এবং প্রথমবার আমি কিশোর কুমারকে দেখি। সেই গানের রেকর্ড হয়েছিল মুম্বইতে। ওই দৃশ্য আমার আজও মনে আছে। রেকর্ডিং রুমে ছিলেন আমার বাবা, কিশোর কুমার এবং অমিতাভ বচ্চন। সবাই জানতেন, তিনি মজাদার মানুষ ছিলেন। কিন্তু যখন আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তিনি একজন বড় তারকা ছিলেন। তাঁর সাজসজ্জা দেখে আমি একেবারে অবাক হয়ে যাই। পরনে লুঙ্গি, চোখে কাজল এবং পায়ে দুই ধরণের চপ্পল ছিল। একটা চপ্পলের সঙ্গে অন্য চপ্পলের কোনও মিল নেই। একটি পায়ে স্ত্রীয়ের চপ্পল পরে আসেন। বাবা যখন তাঁকে গানের কথা বললেন, তিনি সেই লেখাতে কোনও মিল খুঁজে পাননি। এরপর হঠাতই তিনি বললেন, শুধু একবারই পুরো গান গাইবেন এবং মাঝখানে কেউ ভুল ধরার চেষ্টা করবেন না।

কেউ লক্ষীলাভ করলে মিথ্যে কেন রটাতে যাবে", "হাউসফুল-৪"-এর আয় প্রসঙ্গে অক্ষয়

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রত্যাশা ছিল না, তা সত্ত্বেও ১০০ কোটির ব্যবসা করে ফেলেছে অক্ষয়ের "হাউসফুল-৪"। আর তাতেই সন্দেহ দানা বেঁধেছে বলিপাড়ার অন্দরে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে এই সিনেমার আয়ের হিসাব নাকি বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে সাংবাদিকদের কাছে।এই বিষয়ে অক্ষয় জানান, "কেউ কোনওদিন তাঁর সিনেমার আয় নিয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারে? আপনারা আমাকে দেখে বুঝতে পারছেন আমি মিথ্যা বলছি না সত্যি? আমাকে হতাশ দেখাচ্ছে। আমি এমন সময়কার লোক যখন মানুষ নানা বিষয়ে নানা কথা বলত। আমি তাঁদের কিছু বলেছি কখনও। স্কুলে আমাকে শেখানো হয়েছিল, নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে।" অক্ষয় আরও জানান, "আপনারা তো সাংবাদিক চাইলেই হল মালিক বা ট্রেড অ্যানালিসিস্টদের জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যা। আমি কিন্তু খবরের কাগজে কিছু লিখছি না আপনারাই লিখছেন সবটা। আমি একটা কথা বলতে চাই, আপনারা যখন নিজেরাই লিখছেন নিশ্চয়ই যেনে বুঝে লিখছেন। তাহলে ভুল কী ঠিক আপনারাই বিচার করবেন সেটা।"সাজিদ নাদিদওয়ালিয়ার প্রযোজনায় ইতিমধ্যেই বক্স অফিসে ১২০ কোটির কাছাকাছি আয় করে ফেলেছে "হাউসফুল-৪"। অক্ষয় ছাড়াও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে রীতেশ দেশমুখ, ববি দেওল, পূজা হেগড়ে, কৃতি শ্যানন, কৃতি খারবান্দা, চাঙ্কি পান্ডেকে।

মঙ্গলবার বেঙ্গালুরু থেকে ট্রেনে ফিরছেন ত্রিপুরার নাগরিকরা। ক্রমানয়ে বহিঃরাজ্যে আটকে রয়েছেন আরও ত্রিপুরার নাগরিক ট্রেনে ফিরবেন। সেই মোতাবেক সোমবার সদর মহকুমা শাসকের কার্যলয়ে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি- নিজস্ব।

সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড : সিবিআই তদন্ত সহ অন্য দাবির ভিত্তিতে ১৪ মে থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও বনধের ডাক

হাফলং (অসম), ১১ মে (হি.স.) : ভেঙে দেওয়া ডিএইচডি-র প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে, এই ঘটনার সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে 'খুনের সঙ্গে জড়িত ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান'কে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবির ভিত্তিতে আগামী ১৪ মে থেকে ৩৬ ঘন্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আহূত ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও জেলা বনধ শুরু হবে ১৪ মে সকাল ৫ টা থেকে। চলবে ১৫ মে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।এদিকে ডিএইচডি-র প্রাক্তন জঙ্গি নেতা তথা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে খুনের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার হাফলঙে জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে ডিএইচডি-র প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা হালালি প্রগ্রেসিভ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি দিলীপ নুনিসা মস্তক মুণ্ডন করেছেন। তিনি ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে এক স্মারকপত্রও পাঠিয়েছেন।

এদিন প্রাক্তন জঙ্গি নেতা দিলীপ নুনিসা মস্তক মুণ্ডন করে উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘদিন থেকে ডিমা হাসাও জেলায় এ ধরনের গুপ্তহত্যা চলছে। আজ থেকে তিন চার বছর আগে দিয়ুংমুখে এভাবে ডিএইচডি-র সদস্য রাজেশ নাইডিংকে খুন করা হয়েছিল। এবার সন্তোষ হোজাইকে প্রথমে অপহরণ, তার পর নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। তিনি বলেন, সন্তোষ হোজাইকে খুনের সঙ্গে ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান জড়িত রয়েছেন বলে ইতিমধ্যে প্রয়াতের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় এজাহার দাখিল করছেন। কিন্তু এর পরও পুলিশ এখনও ডিএসপিকে গ্রেফতার করেনি। ডিএসপি মরান এখনও বহাল তবিয়তে তাঁর ডিউটি চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অভিযোগ করে সন্তোষ হোজাই খুনের সঙ্গে জড়িত ডিএসপিকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার পাশাপাশি সন্তোষ হোজাইয়ের খুনের সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

দিলীপ নুনিসা বলেন, ডিএইচডিকে দূর্বল ভাবলে ভুল করবে সরকার। হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, অবিলম্বে সন্তোষ হোজাই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সরকার যদি কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তা হলে ডিমা হাসাওকে সম্পূর্ণ অচল করে দেওয়া হবে।

যাত্রাপথে তিনটি স্টপেজে থামবে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন, যত বার্থ তত যাত্রী তোলার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেন নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় রেল। গন্তব্য রাজ্যের একটি স্টপেজের বদলে এবার যাত্রাপথে তিনটি স্টপেজে থামবে 'শ্রমিক স্পেশাল' ট্রেন। আরও জানানো হয়েছে, ট্রেনটিতে যতগুলি শয়ন বার্থ রয়েছে, ঠিক ততগুলিই টিকিট দেওয়া হবে।

সোমবার রেল মন্ত্রকের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়েছে, এ বার থেকে ট্রেনে যত সংখ্যক বার্থ রয়েছে, তত সংখ্যক যাত্রীই তোলা হবে। এতে আরও বেশি মানুষ ঘরে ফিরতে পারবেন। যাত্রাপথে তিনটি স্টপেজে থামবে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন।

ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে এই মুহূর্তে ২৪ কামরার যে ট্রেনগুলি চলছে, তাতে সাধারণত প্রতি কামরায় ৭২ জন যাত্রী তোলা হয়। কিন্তু পরস্পরের সংস্পর্শে এসে যাতে সংক্রমণ না ছড়ায়, তার জন্য গত কয়েক দিন ধরে প্রতি কামরায় ৫৪ জন করে যাত্রী তোলা হচ্ছিল। সেই সিদ্ধান্ত থেকে এবার সরে এল রেল।

১৫ মে খুলছে বদ্রীনাথ মন্দির, প্রবেশে অনুমতি প্রধান পুরোহিত-সহ ২৭ জনের

জোশিমঠ (উত্তরাখণ্ড), ১১ মে (হি.স.): আগামী ১৫ মে থেকে উন্মুক্ত হতে চলেছে বদ্রীনাথ মন্দিরের দরজা। করোনাভাইরাসের প্রকোপের কারণে এখনই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না ভক্তরা। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার দিন প্রধান পুরোহিত-সহ ২৭ জন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন।

সোমবার জোশিমঠ, সাব-ডিভিশনাল মেজিস্ট্রেট অনিল চানিয়াল জানিয়েছেন, ১৫ মে বদ্রীনাথ মন্দির খোলার সময় প্রধান পুরোহিত-সহ ২৭ জন মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। পুণ্যার্থীদের প্রবেশ এখনই অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।

ফের কলকাতায় বাড়ল কনটেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা

কলকাতা, ১১ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে থরহরি কম্প শহরতলী করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশ থেকে শহর জুড়ে চলছে লকডাউন। কিন্তু এরই মাঝে ফের রাজ্যে বাড়লো কন্টেনমেন্ট জোনের সংখ্যা। কলকাতায় ৩২৬ থেকে কন্টেনমেন্ট জোন বেড়ে ৩৩৮।

রাজ্য সরকারের "এগিয়ে বাংলা" ওয়েবসাইট সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে কলকাতায় কন্টেনমেন্ট জোন বেড়ে ৩২৬ থেকে বেড়ে হল ৩৩৮। এর মধ্যে উত্তর ও মধ্য কলকাতার এলাকার সংখ্যাই বেশি। তবে দক্ষিণ শহরতলির বহু এলাকা নয়া তালিকায় যুক্ত হয়েছে। সিল করা হয়েছে একাধিক এলাকা।

অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনায় ৯২। হাওড়াতে ৭৬। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৩০।

করোনায় দিল্লিতে নতুন করে আক্রান্ত ৩১০

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): অব্যাহত করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। রাজধানী দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৩১০। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২৩৩। মৃতের সংখ্যা ৭৩।

সোমবার দিল্লি সরকারের জারি করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে যে, ৯ মে মধ্যরাত থেকে ১০ মে মধ্যরাত পর্যন্ত করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ৩১০। ওই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৬০ উ এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭২৩৩। সুস্থ হয়েছে ২১২৯। রাজ্যে সক্রিয় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৫০৩১। গোটা দিল্লিজুড়ে ৯৭৬৭৮ জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে।

গ্রামে ফিরে এসে গাছের তলাতেই কোয়ারেন্টাইনে ঝাড়খণ্ডে কর্মরত বাঁকুড়ার তিন যুবক

বাঁকুড়া, ১২ মে (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে কর্মস্থল ঝাড়খন্ড থেকে নিজ গ্রামে ফিরে এসে ও বাড়িতে ঢুকতে পারছেন না গ্রামেরই চার যুবক, সরকারি স্তরে থাকার কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় গ্রামের এক প্রান্তে গাছের তলাতেই দিন কাটাচ্ছে। তাদের আশংকা এভাবে চললে করোনাতে নয় এমনিতেই মারা যাবেন তারা।

বাঁকুড়া জেলার ইন্দপুর থানার সালডিহা গ্রামের তিন যুবক ঝাড়খণ্ডের এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতো।করোনার জেরে দেশ জুড়ে লক ডাউন জারি হতেই এই যুবকেরা গ্রামে ফিরে আসতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে।সেখানে সরকারিভাবে কোনও রকম ব্যবস্থা না হওয়ায় তারা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নেয়।পথের মধ্যে ঝাড়খন্ড পশ্চিম বঙ্গের সীমানায় তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।ঝাড়খন্ড পুলিশের তরফে ওই তিন যুবককে বাঁকুড়া পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।বাঁকুড়া পুলিশ তাদের ইন্দপুরে পৌছে দেয়।কিন্তু তারপর পুলিশ কোনও রকম ব্যবস্থা না করেই আমাদের ছেড়ে দেয় বলে জানান তিন যুবকের অন্যতম সাগর বাউরি।শুধু নির্দেশ দেয় ১৪ দিন একা বাড়িতে থাকতে হবে, পাড়া প্রতিবেশী তো নয় এমনকি নিজের পরিবারের কারো সাথে সংস্পর্শে আসা যাবে না।এই নির্দেশ পেয়ে আমরা পায়ে হেঁটে গ্রামে পৌছায়।কিন্তু গ্রামে এসে আমাদের থাকার মত কোনও স্থান হয়নি।স্কুল ঘর, হাসপাতালে যে কোনও স্থানে আমরা ১৪ দিন কাটাতে রাজী ছিলাম কিন্তু না পঞ্চায়েত, না সরকারি কোনও ব্যবস্থা হয় নি।এদিকে আমাদের বাড়িতে আলাদা থাকার কোনও স্থান নেই কেননা ছোট বাড়িতে বাকীরা থাকবে কোথায়? আবার বাড়িতে গেলে সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা আছে সে কারনে আমরা বাড়ি না গিয়ে গাছতলাতে দিন কাটাচ্ছি।অপরদিকে সাগরদের মতই কলকাতার এক বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতো এক যুবক, সে ও পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে। সাগরদের এই অবস্থা দেখে গ্রামবাসীরা পুলিশ প্রশাসনকে জানালে বিষয়টি পঞ্চায়েত দেখবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।তিনদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তাদের কোনও ব্যবস্থা হয় নি, গাছতলায় এখন তাদের ঠিকানা।

দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক, হুগলি প্রসঙ্গে মন্তব্য রাহুলের

কলকাতা, ১১ মে (হি স):রবিবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে তেলিনিপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। একাধিক বাড়িতে চলে ভাঙচুর। বেশ কয়েকটি দোকানে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। আর এরপরে সোমবার এক ভিডিও বার্তায় "দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক" এমনটাই দাবি জানালেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন , " হুগলিতে কালকে দোকান খোলাকে কেন্দ্র করে। যে অস্থির অবস্থার, যে উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানাচ্ছি।

চার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দল গঠন স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা,১১ মে (হি স): করোনায় কপালে ভাঁজ দেশবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আর তাই করোনা মোকাবিলা এবার চরটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দল গঠন করল স্বাস্থ্য ভবন।

হুগলি,দুই চব্বিশ পরগনা এই তিন জেলার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ এবং বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কমিউনিটি মেডিসিনের শিক্ষকদের নিয়ে দল গঠন করেছে স্বাস্থ্য ভবন।এই দলগুলি তিন জেলার ঝুঁকিপূর্ণ (কন্টেইনমেন্ট) এলাকায় কী কী পদক্ষেপ করা যায় সে ব্যাপারে স্বাস্থ্য ভবনকে পরামর্শ দেবে।গত কয়েকদিনে হুগলি ও দুই চব্বিশ পরগনায় আক্রান্তের সংখ্যা তো বেড়েছেই তার পাশাপাশি বেড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সংখ্যাও। তাতে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য ভবন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় : হস্টেল ছাড়তে হবে না উত্তরপূর্বীয় আবাসিকদের, স্বস্তি দিয়ে ঘোষণা কেন্দ্রের

গুয়াহাটি, ১১ মে (হি.স.) : লকডাউনে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলগুলিতে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা বিনা বাধায় থাকতে পারবেন। কেন্দ্রীয় 'ডেভেলপমেন্ট অব নর্থইস্ট রিজিওন' (ডোনার) দফতরের মন্ত্রী ড় জিতেন্দ্র সিং টুইট করে এই খবর দিয়েছেন। উল্লেখ্য, দুদিন আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'নর্থ ইস্টার্ন স্টুডেন্টস হাউজ ফর উইমেন' নামের হস্টেলের উত্তরপূর্বীয় ছাত্রীদের মেচ খালি করার নির্দেশ জারি করেছিলেন। বলা হয়েছিল, এই হস্টেলের বর্তমান আবাসিকদের থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাই আগামী ৩১ মে-র মধ্যে হস্টেল খালি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

লকডাউনের কবলে পড়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের ১৩ জন ছাত্রী 'নর্থ ইস্টার্ন স্টুডেন্টস হাউজ ফর উইমেন' নামের হস্টেলে আটকে পড়েন। মেয়াদ শেষ হলেও তাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরে আসতে পারছিলেন না।

বিষয়টি নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে। তার পরই কেন্দ্রীয় ডোনার মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান সূত্র বের করেন।

মন্ত্রী টুইটে লিখেছেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ ছাত্রছাত্রীকে হস্টেল খালি করে দেওয়ার নোটিশ নিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করা হয়েছে। এখন ছাত্রছাত্রীরা বিনা বাধায় নিরাপদে হস্টেলে থাকতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ত্যাগীর সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে।

পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৩১,৪৭৮, মৃত্যু ৬৭৮ জনের

ইসলামাবাদ, ১১ মে (হি.স.): পাকিস্তানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা। ১১ মে, সোমবার দুপুর ১.৩০ মিনিট পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩১, ৪৭৮-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ১১,৫৬৮ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১২,০১৭ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৪, ৬৬৯, বালোচিস্তানে ২,০১৭, ইসলামাবাদে ৬৭৯, গিলগিট-বালতিস্তানে ৪৪২, আজাদ কাশ্মীরে ৮৬।

সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যুও ঠেকানো যাচ্ছে না পাকিস্তানে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৬৭৮ জনের। পাক স্বাস্থ্য দফতর খবর, সিন্ধু প্রদেশে ২০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, পঞ্জাবে ১৯৭, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ২৪৫, বালোচিস্তানে ২৬, ইসলামাবাদে ৬, গিলগিট-বালতিস্তানে ৪ জন।

সহায় আইটিবিপি, জোজিলা থেকে কার্গিলে পৌঁছল ত্রাণ

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): বিগত ২১ দিন ধরে জোজিলা থেকে কার্গিল ও লাদাখ পর্যন্ত দুর্গম সড়কে প্রায় ৯০০ ট্রাককে নিরাপদ ভাবে এসকর্ট করে পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে ইন্দো টিবেতিয়ান বর্ডার পুলিশ আইটিবিপি।

আইটিবিপির মুখপাত্র বিবেক কুমার জানিয়েছেন, অত্যাবশ্যক পণ্য, রসদ, খাদ্য সামগ্রী, জ্বালানি তেলে ভর্তি এই সকল ট্রাকগুলোকে নিরাপদ ভাবে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আইটিবিপির জওয়ানরা। ওই এলাকার প্রায় আড়াই লক্ষ বাসিন্দা এই রসদের উপর নির্ভরশীল। ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের হাড় কাঁপুনি ঠান্ডায় মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের কর্তব্য পালন করে গিয়েছে আইটিবিপির জওয়ানরা। তারা সুরক্ষিত স্থানে ট্রাক গুলিকে পৌঁছে দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যেও তারা ট্রাকচালক ও খালাসিদের স্ক্রিনিং করিয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই যাবতীয় কাজ করা হয়েছে। নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ের প্রশাসন এক্ষেত্রে আইটিবিপিকে সহায়তা করেছে। তারপরই দূর-দূরান্ত দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে গিয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

সকেত আদালতে এক কর্মীর শরীরে পাওয়া গেল করোনা

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): করোনা থাবা বসাল আদালত ভবনে। দিল্লির সাকেত কোর্টের বিচার পতি অনুরাধা প্রসাদের জুনিয়র জুডিশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট এর এক পদস্থ কর্মীর শরীরে পাওয়া গিয়েছে করোনার সংক্রমণ। তার সংস্পর্শে আসা অপর এক কর্মীকে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। ৯ মে তার শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া যায়। করোনায় আক্রান্ত ওই পদস্থ কর্মীর স্ত্রী ফোন করে আদালত কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন যে গত ৪ মে তার স্বামী আদালতে গিয়েছিল। আর সিবিল জাজ অনুরাধা প্রসাদের স্টেনোগ্রাফার রবিশ কুমার এর সংস্পর্শে এসেছিল। এর পরেই ডিস্ট্রিক্ট জাজ নিনা বল্লাল কৃষ্ণা রবিশ

ছয়ের পাতায়

শ্রমিকদের বঞ্চিত করা যাবে না, তোপ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় দেশজুড়ে জারি হয়েছে লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্যে শ্রম আইন সংশোধিত করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস। তাদের দাবি এতে করে শ্রমজীবী মানুষদের উপর শোষণ আরও বাড়বে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা শক্তি সিং গোহিল জানিয়েছেন, শ্রমিকদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বিজেপি সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারকে আরও উৎসাহিত করা হচ্ছে। ফলে শ্রমিকদের দুর্ভোগ আরও বেড়ে গিয়েছে এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নীরব থাকতে পারে না।কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশের এই সংকটকালে কোনও কিছুকে রাজনৈতিক ইস্যু বানাবেন না।কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আর চুপ থাকবে না কংগ্রেস। নতুন বিনিয়োগ টানার আশায় বিনিয়োগকারীদের এবং ইতিমধ্যেই যেসব কারখানা রাজ্যে রয়েছে তাদেরকে ব্যাপকহারে ছাড় দেওয়া হয়েছে নতুন সংশোধিত আইনে। আগে একজন শ্রমিক ৮ ঘন্টা পর্যন্ত ডিউটি করতে পারতেন।এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২ ঘন্টা বিনিয়োগের নাম করে শ্রমিকদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের ত্রাণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার বদলে মোদী সরকার দিল শোষণ।যে আইন শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।তা পরিবর্তন করল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাট সরকার। শ্রমিকদের বঞ্চিত না করে বিনিয়োগ করতে হবে।

লকডাউনে শ্রমিক না আসায় কালবৈশাখীর দাপটে মাঠেই নষ্ট হচ্ছে ধান, বিপাকে গলসীর চাষীরা

দুর্গাপুর, ১১ মে (হি. স.) : করোনার জেরে দেশজুড়ে চলছে লকডাউন। তারই মাঝে এবার কালবৈশাখীর দাপট। লকডাউনে ভিন জেলার শ্রমিক আসতে প্রতিবন্ধকতা। আর তার মাশুল ঝড় বৃষ্টিতে মাঠে নষ্ট হচ্ছে বোরো ধান। মাঠ থেকে ধান তুলতে বিপাকে পড়েছে চাষীরা। চাষ করে ধান না তুলতে পারায় মাথায় হাত চাষীদের। চরম লোকসানের মুখে শস্যগোলা পুর্ব বর্ধমানের গলসীর চাষীরা।

করোনা আতঙ্কের মাঝে ঘূর্ণী ঝড়ের আশঙ্কা শুনিয়েছিল হাওয়া অফিস। সেই মত ধান তুলে নেওয়ার আগাম সতর্কতা জারি করেছিল রাজ্যের কৃষি দফতর। কিন্তু দফায় দফায় কালবৈশাখীর বৃষ্টিতে পাকা ধানের মাঠে জল দাঁড়িয়ে পড়ে। তার ওপর শ্রমিক সঙ্কট। গত দেড় মাস ধরে দেশজুড়ে করোনা সংক্রামক ঠেকাতে চলছে লকডাউন। বন্ধ যোগাযোগ ব্যাবস্থা। সিল করা হয়েছে রাজ্যের সিমানা। আটকানো হয়েছে জেলার সীমানাও। পুর্ব বর্ধমানে মুলত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়খন্ডের জামতাড়া থেকে শ্রমিকরা চাষের কাজে আসে। লকডাউনে একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে আসা যাওয়া দুর অস্ত, রাজ্যেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় আসা যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে। আর মাশুল দিতে হচ্ছে চাষীদের।

প্রসঙ্গত, গত বছর মরশুমে গলসী-১ নং ব্লকে ১২৬৪৬ হেক্টর জমি বরো ধানের চাষ হয়েছিল। সব থেকে বেশী চাষ হয়েছিল পারাজ, লোয়া রামগোপালপুর, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, চাকতেঁতুল, শিড়রাই, উচ্চগ্রাম, পোতনা-পুরষা পঞ্চায়েত। গত বছর কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টিতে প্রচুর জমির ধান জলে নষ্ট হয়েছিল। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সুত্রে জানা গেছে, চলতি বছর ব্লকে প্রায় ১৪ হাজার হেক্টর জমিতে বোরো ধান চাষ হয়েছে। ইতিমধ্যে ধান পেকেছে। হাতে গোনা কয়েকজন চাষী নিজেরা ধান কাটতে শুরু হয়েছে। কিন্তু গত সপ্তাহখানেক যাবৎ দফায় দফায় ঝড় বৃষ্টিতে সেটাও পন্ড। চাষীরা জানান,' মাঠে জল। ধান পড়ে গেছে। হার্ভেস্টিং মেশিন নামানো যাবে না। শ্রমিক দিয়ে কাটতে হবে। চাষের কাজে বেশীরভাগ শ্রমিক বাঁকুড়া, পুরুলিয়া থেকে আসে। লকডাউনে ওইসব শ্রমিকদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না।

তাই কিভাবে ধান তোলা হবে, আদৌ তুলতে পারব কিনা দুশ্চিন্তায় রয়েছি। খরচ করে চাষ করে

মাঠেই নষ্ট হচ্ছে ধান। তাই সরকার উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের আসার ব্যাবস্থা না করলে প্রচুর ধান নষ্ট হবে।' গলসীর কৃষক সভার পক্ষে কমল সরকার জানান,' শ্রমিক সঙ্কট। তাই ভিন জেলার শ্রমিকদের চাষের কাজে আসতে দেওয়ার দাবী প্রশাসনের কাছে জানিয়েছি। ইতিমধ্যে প্রচুর ধান নষ্ট হয়েছে। তার ক্ষতিপুরনও দাবী করেছি।' গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় জানান,' ভিন রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরানো হল। অথচ রাজ্যের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় শ্রমিকদের চাষের কাজে আসতে আপত্তি কিসের বুঝতে পারছি না।'গলসী-১ নং ব্লক কৃষি আধিকারিক অরিন্দম দানা জানান, ' আগাম সতর্কতা জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি চাষীদের সহায়তায় কাস্টমাইরিং সেন্টার খোলা হয়েছে। হার্ভেস্টিং মেশিনের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সার্ভে কাজ চলছে, কত জমির ধান নষ্ট হয়েছে।'

হুগলির ঘটনায় সরব দিলীপ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনিক পদক্ষেপের দাবি

কলকাতা, ১১ মে (হি স): রবিবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে তেলিনিপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।একাধিক বাড়িতে চলে ভাঙচুর। বেশ কয়েকটি দোকানে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। আর এরপরে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "করোনাকে আটকাতে গিয়ে সামাজিক থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে।"

এই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, গতকাল অপ্রিয় ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে যে সংক্রমণ হয়েছে পুলিশ তাদের ট্রেস করতে গেলে। তা বোমা বন্ধুক পর্যন্ত পৌঁছায়।এবং ওই ঘটনা সাম্প্রদায়িক রং নিয়েছে।বাড়ি ঘর, দোকান ভাঙ্গা হচ্ছে। আমরা আগেই বলছিলাম আইন-শৃঙ্খলা পশ্চিমবঙ্গে ভেঙে পড়েছে।এটা তার একটা উদাহরণ। করোনা আটকাতে গিয়ে সেটা সামাজিক থেকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে রূপ নিচ্ছে।খুবই দুর্ভাগ্যজনক। রাজ্য সরকারের এই বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেপ নেওয়া উচিত"।

উল্লেখ্য, ভদ্রেশ্বরের তেলীনিপাড়ায় বেশ কয়েকজনের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের রোগীর সন্ধান পাওয়া পরই বাঁশের ব্যারিকেট দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের বেশ কয়েক জন। রবিবার রাত থেকে সোমাবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৭ জনকে পুলিশ আটক করেছে বলে কমিশনারেটের প্রধান হুমায়ুন কবির জানিয়েছে।এলাকায় পুলিশের টহলদারি ও পিকেটিং বসানো হয়েছে।এই ঘটনায় রিতিমত আতঙ্কে রয়েছে তেলেনিপাড়ার বাসিন্দারা।

দেশীয় প্রযুক্তিকে বিকশিত করার আহবান করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন যে এই দিবস আমাদের ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান, প্রতিভা ও দৃঢ়তার জন্য সমর্পিত।দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জটিল রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান নিজেদের বহুমূল্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে।দেশের বৈজ্ঞানিকদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি ডিআরডিও, ও এফ বি, ডি পি এস ইউ এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্টার্টআপ গুলিকে দেশীয় প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আহ্বান করেছে।

সোমবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিকদের অবদানের কথা স্মরণ করেই এই দিবস উদযাপন হয়ে। বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ সহ সকল ভারতীয়দের জন্য এই দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই দিনে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বিমান হংস - ৩ সফল ভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। ২২ বছর আগে পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ করে গোটা বিশ্বকে ভারত দেখিয়ে দিয়েছিল যে সে এই প্রযুক্তি ব্যবহারযোগ্য সক্ষম। আব্দুল কালামের নেতৃত্বে একদল বৈজ্ঞানিক দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতকে পরমাণু রাষ্ট্রের রূপান্তর করার ক্ষেত্রে মহৎ অবদান রেখেছিলেন। এটি ভারতের ক্ষমতা দেখানোর পাশাপাশি গৌরব প্রদর্শনের প্রতীক ছিল

ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে সোমবার রাতে ট্রেন আসছে বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১১ মে (হি. স.) : প্রবাসী শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে আগত ট্রেন সোমবার রাতে এসে পৌছাবে বাঁকুড়া স্টেশনে।ওই ট্রেনে প্রায় ১২০০ শ্রমিকের আসার কথা।সেই সব শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সহ, যাবতীয় ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে এদিন পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এন পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে বাঁকুড়া ষ্টেশন এলাকা পরিদর্শন করেন।প্রবাসী শ্রমিকদের আগমন উপলক্ষে সারা ষ্টেশন এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে স্টেশনের নির্গমন পথ ঘিরে দেওয়া হয়েছে।ষ্টেশন সংলগ্ন কেঠারডাংগার সব্জি বাজার বন্ধ রাখা হয়েছে। পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও এন জানান ব্যাঙ্গালোর থেকে বিশেষ ট্রেনে ১২০০ শ্রমিক বাঁকুড়া ষ্টেশনে নামবে।বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলি, কলকাতার ও শ্রমিকেরা এখানে আসছে।তাদের খাওয়া দাওয়া, থার্মাল স্ক্রিনিং এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।মেডিক্যাল টিম তা দেখভাল করবে।কোভিড ১৯ প্রটোকল অনুযায়ী ওই সমস্ত শ্রমিকদের নিজ নিজ জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়া, গ্রেফতার ১৭ জন

হুগলি, ১১ মে (হি. স.) : বাঁশের রেরিকেড দেওয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয হুগলির ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়ায়। ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের বেশ কয়েক জন।রবিবার রাত থেকে সোমাবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে ১৭ জন।

সূত্রের খবর অনুযায়ী , তেলীনিপাড়ায় বেশ কয়েকজনের করোনা ভাইরাস সংক্রমণের রোগীর সন্ধান পাওয়ার পরই আতঙ্কের জন্য বাঁশ দিয়ে ব্র্যারিগেট দেওয়া হয়েছে এলাকার সীমানা গুলি।এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দাদের অভিযোগ এই বেরিকেড অমান্য করে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যাওয়ার চেষ্টা করে কিছু বাসিন্দারা।আর তাতে বাঁধা দেয় সেই এলাকার বাসিন্দারা।শুরু দুই পক্ষের মধ্যে বচসা, এরপরই শুরু হয় সংঘর্ষ।রবিবার বিকেলের পর তা সংঘর্ষের চেহারা নেয়। সন্ধেবেলা বৃষ্টির মধ্যেই চলে বোমাবাজি। একাধিক বাড়িতে চলে ভাঙচুর। বেশ কয়েকটি দোকানে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে।লুটপাট,ভাঙচুর,আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে খবর।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চন্দননগর কমিশনারেটের বিশাল পুলিশ বাহিনী।রাত পর্যন্ত চলে পুলিশ অভিযান। ঘটনাস্থলে দমকল বাহিনী গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৭ জনকে পুলিশ আটক করেছে বলে কমিশনারেটের প্রধান হুমায়ুন কবির জানিয়েছে।এলাকায় পুলিশের টহলদারি ও পিকেটিং বসানো হয়েছে।এই ঘটনায় রিতিমত আতঙ্কে রয়েছে তেলেনিপাড়ার বাসিন্দারা।

দুস্থদের রেশন বিলি কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১১ মে (হি স):করোনা আতঙ্কে কাঁপছে শহর থেকে দেশ। করোনা সংক্রমণ এড়াতে দেশজুড়ে চলছে তৃতীয় দফার লকডাউন। কিন্তু লকডাউনের জেরে রুজি-রোজগারে টান পড়েছে অনেকেরই। অনেকের বাড়িতেই চড়ছে না হাঁড়ি। আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে মানবিক রূপ নিয়ে হাজির কলকাতা পুলিশ।সোমবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় দুস্থদের রেশন বিলি কলকাতা পুলিশের।

সময়ের সাথে সাথে বেড়ে চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও। কিন্তু করোনা আতঙ্কের মাঝে গৃহবন্দী শহরতলী।আর এর ফলে চরম সমস্যায় দিন আনে দিন খায় মানুষগুলো। ভালো খাবারতো দূরের কথা বাড়িতে না হাঁড়িও চড়ছে না অনেকের। সেই সব কথা চিন্তা করেই সাধারণ মানুষের সাহায্যের দিকে মানবিক রূপ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ।এদিন সার্কাস এভিনিউ,মেটিয়াব্রুজ , উল্টোডাঙ্গায় দুস্থ অসহায়দের রেশন, বিস্কুট, রান্না করা খাওয়ার তুলে দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের তরফে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য কমিটির ডাকে তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ মে (হি. স.) : আজ এসইউসিআই (সি)-র রাজ্য কমিটির ডাকে তিন দফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

দাবিগুলো হল ১) প্রচেষ্টা স্কীমের নতুন নির্দেশিকা যার ফলে রাজ্যের সিংহভাগ গরীব মানুষ বঞ্চিত হবে তা বাতিল করে সকল গরীব মানুষের জন্য সুবিধা দেওয়া, (২) মদের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়ার ফলে লকডাউন ভেঙ্গে যেভাবে মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং যার ফলে সাংসারিক অশান্তি বাড়ছে, (৩) পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে যেভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে গড়িমসি কাজ করছে ও তার ফলে দুর্ঘটনায় প্রাণ যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে।

লকডাউনের নিয়ম মেনে মিছিল করে এদিন জেলায় জেলায় বিডিও, এসডিও সহ নানা প্রশাসনিক দফতরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। এছাড়া ঔরঙ্গাবাদের দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের স্মরণে শহীদ বেদী করে মাল্যদান করে শোক দিবস পালনও হয়।

সুরক্ষার দাবিতে আরজিকরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ মে (হি স): করোনা আতঙ্কে ভুগছে গোটা বিশ্ব। তবে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে করোনা আক্রান্তদের সুস্থ করে তুলছেন এই চিকিৎসকরাই। কিন্তু এবার সুরক্ষা হীনতায় ভুগছে চিকিৎসকরা। নিরাপত্তার দাবি তুলে কাজ বন্ধ রেখে আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিক্ষোভ জুনিয়র চিকিৎসকদের।

নিরাপত্তা দাবি তুলে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রায় ২০০ জুনিয়র ডাক্তার বিক্ষোভে সামিল। বিক্ষোভকারীদের দাবি, চিকিৎসক, নার্স থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা মিলছে না। করোনা হাত থেকে বাঁচতে এন ৯৫ মাস্ক থেকে পিপিই মিলছে না বলেও অভিযোগ তুলেছেন বিক্ষোভকারীরা। তবে এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া মেলেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

সন্তানের

● প্রথম পাতার পর

সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে, তাই তাঁকে বারণ করেছিলাম অসম থেকে না ফেরার জন্য।

এ-বিষয়ে জানতে পেরে রাতেই স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা গোবিন্দ দেবনাথকে সহায়তার জন্য ছুটে যান। তাঁরাও বোঝানোর চেষ্টা করেন, গোবিন্দের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। ফলে, করোনা সংক্রমণ ছড়ানোর কোনও সম্ভাবনা নেইউ কিন্তু নানাভাবে বোঝানোর পরও কেউই মানতে এবং বুঝতে রাজি হননি। অবশেষে গোবিন্দকে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি ১৪ দিন একান্তবাসে থাকবেন।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়ি বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করে। উল্লেখ্য রাজ্যের অন্যান্যল্যান্ড কাস্টম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয় স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই করুণা বিপদজনক আকার ধারণ করেছে। সে কারণে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত সিল করে দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে সীমান্তপথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পুনরায় শুরু করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

হোম আইসোলেশনে থাকলেই চলবে। এছাড়া হোম আইসোলেশনে থাকার পর নতুন করে আর টেস্ট করার প্রয়োজন নেই বলেও জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

হোম আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তিকে সেবা করার সময় সেবা প্রদানকারীকে সেই ঘরে তিন লেয়ারের মাস্ক পড়তে থাকতে হবে। পাশাপাশি ওই রোগীকেও সবসময় তিন লেয়ারের মাস্ক পড়ে থাকতে হবে। সেই মাস্কগুলি ৮ ঘন্টা পরপর পরিবর্তন করতে হবে।

দুস্কৃতিদের

● প্রথম পাতার পর

বের করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। মহিলার আর্ত চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। শ্রীনগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনায় জড়িতদের খুঁজে বের করে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

এইমস

● প্রথম পাতার পর

থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মনমোহন সিং। বর্তমানে তিনি রাজস্থান থেকে রাজ্যসভার সাংসদ। গত মার্চ মাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মনমোহন সিংহ। সে সময় চিকিৎসকরা পুরোপুরি বিশ্রামের পরামর্শ দেন ৮৭ বছরের ওই কংগ্রেস নেতাকে। দু'বার বাইপাস সার্জারিও হয়েছে তাঁর। প্রথম বার ১৯৯০-তে। দ্বিতীয় বার ২০০৯-এ। এ ছাড়াও ডায়াবেটিস রয়েছে তাঁর।

করোনা মোকাবিলায় বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করল জেলা প্রশাসনের

হুগলি, ১১ মে (হি. স.) : করোনা সংক্রমণ রোধে জেলার ১৩ পুরসভায় টাস্ক ফোর্স গঠন করল হুগলি জেলা প্রশাসন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে জেলার পুরসভাগুলিতে যে সমস্ত ওয়ার্ডে করোনা ছড়িয়েছে তার সঙ্গে অন্যন্য ওয়ার্ড গুলিতে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে সেই গুলির তালিকা তৈরি করেছে জেলা প্রসাসন।

পুরসভা গুলির সঙ্গে শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকের শ্রীরামপুর ও রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছুটা এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সংক্রমিত ও সংক্রমণের আশঙ্কা দুই ধরণের ওয়ার্ডেই কাজ করবে জেলা প্রশাসন গঠিত টাস্ক ফোর্স।প্রতিটা পুরসভার জন্য আলাদা আলাদা টাস্ক ফোর্স থাকবে।সাত জন প্রতিনিধিকে নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। শ্রীরামপুর পুরসভার ৫টি ওয়ার্ডে করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। বাকি ৮টি ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা রয়েছে। এরসঙ্গে শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকের রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। রিষড়া পুরসভার দু'টি ওয়ার্ডে করোনা সংক্রমণের হদিস মিলেছে।চন্দননগর পুরনিগমের দুটি ওয়ার্ডে করোনা থাবা বসিয়েছে।বাকি এগারোটি ওয়ার্ডে করোনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকছে।

কৈলাসহরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ, ক্ষোভে ফুঁসছেন ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ মে।। আন্তঃশুল্ক সীমান্ত বাণিজ্য নিয়ে প্রশাসনিক নির্দেশকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন কৈলাসহরের ব্যবসায়ীরা। কৈলাসহর এক্সপোর্ট ইমপোর্ট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফ থেকে বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে করে ব্যবসায়ী মহলে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে ভিডিও কনফারেন্স করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

যাত্রীবাহী

● প্রথম পাতার পর

করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আমরা পুরোপুরি তৈরি। রেল পরিষেবার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। কেন্দ্র উপযুক্ত কৌশল নির্ধারণ করুক এবং রেল পরিষেবা স্থগিত রাখুক।

এদিকে, লকডাউন বাড়ানোর পক্ষে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের বিষয়ে আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে। ১০ লাখ শ্রমিক ইতিমধ্যে রাজ্যে পৌঁছে গিয়েছেন। ন'লাখ মানুষ বাড়িতে একান্তবাসে আছেন। কমপক্ষে সাত লাখ মানুষের বাড়িতে একান্তবাসে মেয়াদ শেষ হয়েছে। গরীবদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে আগামী ১০ দিনে শ্রমিকদের আমরা ২০ লাখ চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করছি। নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য লকডাউন বাড়ানো উচিত।

সংকটের সময়ে কেন্দ্র-রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল। তিনি বলেন, সংকটের সময় কেন্দ্র ও রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি রাজ্য যাতে রেড, অরেঞ্জ এবং গ্রিন জোন নির্ধারণ করতে পারে, সেজন্য অনুমতি চাইলেন বাঘেল। কেন্দ্রের থেকে আর্থিক সাহায্য চাইলেন তিনি। তিনি যাত্রীবাহী রেল পরিষেবায় নিয়েও আপত্তি জানান।

এদিনে বৈঠকে লকডাউনের মেয়াদ আরও দু'সপ্তাহ বাড়ানোর দাবি জানান অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। তিনি বলেন, বিধিনিষেধ শিথিল মানেই মানুষ পুরো বিষয়টি হালকাভাবে নেবেন। সেজন্য আমাদের আন্তঃরাজ্য চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। তা যৎসামান্য রাখতে হবে। অসমে ট্রেন আসার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক সপ্তাহের ব্যবধান রাখতে হবে।

আজকের বৈঠকে আংশিক লকডাউনের কথা বলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রুপানী। তিনি বলেন, লকডাউন শুধুমাত্র কনটেনমেন্ট জোন-এ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। সতর্কতামূলক পদক্ষেপের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু করতে হবে। গ্রীষ্মকালীন ছুটির পর স্কুল-কলেজ খোলা উচিত। ধীরে ধীরে গণ পরিবহন শুরু করা উচিত। আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত প্রবীণ নাগরিকদের বাইরে বেরনো উচিত নয় বলেও নিজের বক্তব্যে উল্লেখ্য করেন বিজেপি শাসিত এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, এদিনের বৈঠকে বিমানে ওঠার আগেই বিদেশ ফেরতদের অ্যান্টিবডি টেস্টের পরামর্শ দিলেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। একইসঙ্গে রেড জোন ছাড়া অন্যান্য এলাকায় মেট্রো পরিষেবা চালুর দাবি জানালেন তিনি। তাঁর কথায়, 'নির্দিষ্ট প্রোটোকল মেনে ঘরোয়া উড়ান পরিষেবা চালু করা উচিত। যাঁদের করোনার উপসর্গ আছে, তাঁদের উড়ানে ওঠার অনুমতি দেওয়া হবে না। নয়াদিল্লি থেকে কেরালার ট্রেনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়েছে। রাজ্যের কাছে যেরকম নাম নথিভুক্ত থাকবে, তার ভিত্তিতে টিকিট থাকবে। রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করে ট্রেন চালালে গোষ্ঠীর মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ জারি রাখতে হবে।'

এদিনের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, করোনা সংক্রমণের জেরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যকে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে, কেন্দ্রের নেতৃত্ব মেনে কাজ করতে রাজ্য প্রস্তুতও, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান জানানোর কথা ভুললে চলবে না। তিনি আরও বলেন, আপনাকে এবং এখানে উপস্থিত অন্য সব অঙ্গরাজ্যকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই, বাংলার মানুষ সত্যিকারের যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনা থেকে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মানবতার ভাবনা থেকে আপনাদের পাশে রয়েছে।

এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরাও।

এদিকে, করোনা মোকাবিলায় আরও একবার সকলকে এক জোট হয়ে লড়াই করার আহ্বানও জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিও কংফারেন্সের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, করোনা সংক্রমণকে শহরতলি বা গ্রামে কোনওভাবেই পৌঁছতে দেওয়া যাবে না। আর তা রোখাই সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

আগামী ১৭ মে তৃতীয় দফার লকডাউন শেষ হতে চলেছে। এর পরে লকডাউন আরও বাড়ানো হবে নাকি, কনটেনমেন্ট জোনগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি জায়গায় বিধিনিষেধ শিথিল করা হবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। তার মধ্যেই সোমবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান-সহ একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

লকডাউন চলাকালীন সোমবার পঞ্চম ভিডিও কনফারেন্স প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন, এমনটাই চেয়েছিল সরকার। কিন্তু মানুষ বাড়ি ফিরতে চাইবেনই। তাই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়েছে আমাদের। তবে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, সংক্রমণ যেন কোনও ভাবেই গ্রামগুলিতে পৌঁছতে না পারে। আমাদের সামনে এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজ্যগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে জানান নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব বুঝেছেন এবং সেই মতো করোনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সব রাজ্যের সচিবদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন ক্যাবিনেট সচিব। আমাদের আরও সজাগ হতে হবে। ভারসাম্য বজায় রেখেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে। কী ভাবে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একজোট হতে হবে সকলকে। সকলের পরামর্শ মেনেই গাইডলাইন তৈরি করতে হবে।

এদিকে, এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশ কিছু প্যাকেজ ঘোষণা এবং ১৭ তারিখের পর আরও কিছু ক্ষেত্রে লকডাউন শিথিল করার আবেদন জানান।

১৩ মে থেকে শুরু হবে সুপ্রিম কোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের প্রক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.): নিয়মের পরিবর্তন করে সুপ্রিম কোর্ট প্রথমবারের জন্য সিঙ্গেল বেঞ্চ এর ব্যবস্থা শুরু করবে। ১৩ মে থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। সিঙ্গেল বেঞ্চ সাত বছর পর্যন্ত অপরাধের সাজার জামিন এবং আগাম জামিনের বিষয়গুলো শুনানি করবে। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যের নিম্ন আদালতে মামলা স্থানান্তর করার ঘটনাও বিচার করতে পারবে সুপ্রিম কোর্ট। এখনও অব্দি সুপ্রিম কোর্টে সিঙ্গেল বেঞ্চে কোনও ব্যবস্থা ছিল না। বরাবরই ন্যূনতম দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এই কাজ করে যেত। এবার সিঙ্গেল বেঞ্চে কাজ করবে সুপ্রিম কোর্টে।

ফিল্ডে কর্মরত সাংবাদিকদের বিনামূল্যে আহার প্রেসক্লাবে

আগরতলা, ১১ মে।। করোনা পরিস্থিতিতে আংশিক সময়ের জন্য শুধু দিনের বেলা প্রেসক্লাব খোলা রয়েছে। লকডাউন চলাকালীন ফিল্ডে কর্মরত সাংবাদিকদের বিনামূল্যে দ্বিপ্রহারিক আহারের ব্যবস্থ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত প্রেসক্লাবে এই খাবার পাওয়া যাবে। ফিল্ডে কর্মরত সাংবাদিকদের এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

পাওয়া গেল করোনা

পাচের পাতার পর

কুমারকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে যাওয়ার নির্দেশ দেন।পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার যে দিশা নির্দেশ জারি করেছে তা মেনে রবিস কুমার কে চলতে বলা হয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, দিল্লি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রি বিভাগের এক কর্মীর শরীরে করোনার সংক্রমণ মেলে। তাকে দিল্লির লোকনাথ জয়প্রকাশ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

দেশে

● প্রথম পাতার পর

অনুযায়ী, সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৬৭,১৫২ জন ('অ্যাক্টিভ' করোনা রোগী ৪৪,০২৯)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২২০৬। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২০,৯১৭ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ২২০৬ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অসমে দু''জনের, বিহারে ৬ জনের, চন্ডীগড়ে একজন, দিল্লিতে ৭৩ জনের, গুজরাটে ৪৯৩ জনের, হরিয়ানায় ১০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ২ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৯ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩ জনের, কর্ণাটকে ৩১ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৪ জন, মধ্যপ্রদেশে ২১৫ জন, মহারাষ্ট্রে ৮৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে একজন, ওডিশায় ৩ জনের, পঞ্জাবে ৩১ জন, রাজস্থানে ১০৭ জনের, তামিলনাড়ুতে ৪৭ জন, তেলেঙ্গানায় ৩০ জন, উত্তরাখণ্ডে একজন, উত্তর প্রদেশে ৭৪ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৮৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

করোনা-প্রকোপে বেসামাল অবস্থা মহারাষ্ট্রের। মহারাষ্ট্রে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২,১৭১, দিল্লিতে ৬৯২৩, তামিলনাড়ুতে ৭২০৪, অন্ধ্রপ্রদেশে ১৯৮০ জন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৩৩ জন, অরুণাচল প্রদেশে একজন, অসমে ৬৩ জন, বিহারে ৬৯৬ জন, চন্ডীগড়ে ১৬৯ জন, ছত্তিশগড়ে ৫৯ জন, দাদর নগর হাভেলিতে একজন, গোয়ায় ৭ জন (প্রত্যেককেই সুস্থ), গুজরাটে ৮১৯৪ জন, হরিয়ানায় ৭০৩ জন, হিমাচল প্রদেশে ৫৫ জন, জম্মু-কাশ্মীরে ৮৬১ জন, ঝাড়খণ্ডে ১৫৭ জন, কেরলে ৫১২, কর্ণাটকে সংক্রমিত ৮৪৮ জন, লাদাখে ৪২ জন, মধ্যপ্রদেশে ৩৬১৪ জন, মণিপুরে দু''জন (উইয়েই সুস্থ), মেঘালয় ১৩ জন, মিজোরামে একজন, ওড়িশায় ৩৭৭ জন, পুদুচেরিতে ৯ জন, পঞ্জাবে ১৮২৩ জন, রাজস্থানে ৩৮১৪ জন, তেলেঙ্গানায় ১১৯৬ জন, ত্রিপুরায় ১৫০ জন, উত্তরাখণ্ডে ৬৮ জন, উত্তর প্রদেশে ৩৪৬৭ এবং পশ্চিমবঙ্গে ১৯৩৯ জন।

স্বস্তি

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার মোট ৩৭,৭২১ জন লোক আটকে রয়েছেন। এরমধ্যে আগামীকাল কর্ণাটক থেকে ১,১৬০ জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেন রাজ্যে পৌঁছাবে। এছাড়াও আগামী ২/১ দিনের মধ্যে ১,৪০০ যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেন ব্যাঙ্গালোর থেকে এবং তামিলনাড় থেকে ১,৪০০ যাত্রী নিয়ে আরও একটি ট্রেন রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। রাজ্যে পৌঁছানোর পর যাত্রীদের থার্মাল নিং করা হবে। যাদের উপসর্গ থাকবে তাদের ফেসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হবে। যাদের কোনও উপসর্গ থাকবে না তাদের হোম কোয়ারেন্টানে রাখা হবে। বহির্রাজ্য থেকে আগত যাত্রীদের রাখার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অতিরিক্ত আরও ১১টি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে। শিক্ষামী আরও জানান, বহির্রাজ্যে আটক মোট ৬,৪৬৭ জন আর্থিক সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এরমধ্যে ৫,৪৮৯ জনকে ১ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

যাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

গাড়িতে যাত্রীদের দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হচ্ছে। অথচ, টিআরটিসি এবং আরবান ট্রান্সপোর্টের প্রচুর গাড়ি রয়েছে। এই সংকটের মুহূর্তে ওই বাসগুলি রাস্তায় চলাচল করলে মানুষের উপকার হতো বলেই মনে করা হচ্ছে।

বেড়ে ৭৯,৫২২

আটের পাতার পর

করে ৭৭৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় করোনায় মৃতের সংখ্যা ৭৯,৫২২-এ পৌঁছেছে।

সোমবার জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির ট্যালি অনুযায়ী, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৭৭৬ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ফলে আমেরিকায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৯,৫২২। গত মার্চ মাসের পর এই প্রথম ১,০০০-এর নিচে নামল আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা।

াঙ্গন

করোনাভাইরাস: জার্মান ক্লাবের সবাই কোয়ারেন্টিনে

জার্মানির ঘরোয়া ফুটবল মৌসুম পুনরায় শুরুর আগে বড় একটা ধাক্কা খেল। দ্বিতীয় বিভাগের দল ডায়নামো ড্রেসডেনের দুজন নতুন করে করোনাভাইরাস পজিটিভ হওয়ায় পুরো স্কোয়াডকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

বুন্ডেসলিগা-২ এর ক্লাবটি শনিবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে। গত ১৩ মার্চ থেকে স্থগিত থাকা ২০১৯-২০ মৌসুম পুনরায় শুরু হওয়ার কথা আগামী ১৬ মে।

খেলা শুরুর সাত দিন বাকি থাকতে পুরো স্কোয়াড কোয়ারেন্টিনে যাওয়ায় মৌসুমের বাকি ৯ ম্যাচের ৩টি মিস করতে হতে পারে ড্রেসডেনকে।

প্রথম দফার কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ক্লাবটির একজন খেলোয়াড়ের ফল পজিটিভ এসেছিল। গত শুক্রবার তৃতীয় দফায় ৪২ জনের পরীক্ষায় দুজনের শরীরে ভাইরাস শনাক্ত হয়।

গত ৮ এপ্রিল থেকে ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে অনুশীলন করছিল ড্রেসডেন। গত বৃহস্পতিবার তারা দলীয় অনুশীলন শুরু করে।

রোনালদিনহো-মেসিদের শেষ যাত্রায় নাচতে চান তাঁরা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সীমিত পরিসরে ব্যবহার করলেও ছবির লোকজনদের চিনে ফেলার কথা। ”ডেন্সিং পলবিয়ারারস” বা নাচুনে শববাহকদের এখন সবাই চেনেন। ঘানার এই শববাহকেরা শেষ যাত্রাকে আনন্দময় করে তোলার জন্য নেচে নেচে কফিন বয়ে নিয়ে যান। এই দলের নেতার স্বপ্ন, তাঁর প্রিয় তারকাদেরও বয়ে নিতে পারবেন একদিন।

২০০৭ সালে ঘানার আক্রায় নানা ওতাফ্রিজা পলবিয়ারিং নামের এক প্রতিষ্ঠান খোলেন বেঞ্জামিন আইদু। গান ও নাচের মাধ্যমে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আয়োজন করে মৃত ব্যক্তিকে সম্মান জানানোর প্রক্রিয়া শুরু করেন। আইদুর দাবি, ”কিছু মানুষ এখন আর কাঁদতে চায় না। অন্যরা কাঁদে। কিন্তু তাঁরা কাঁদতে চান বা না চান, আমরা সবাইকে খুশি করি। আমরা যা করি, তাতে অন্যরা খুশি হয়।”সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর বিখ্যাত হয়ে গেছে আইদু ও তাঁর প্রতিষ্ঠান। মিম বানানো হচ্ছে, তাদের ভিডিও দিয়ে করোনার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা হচ্ছে। এমনকি লেগোও সৃষ্টি হয়েছে তাদের অনুকরণে। ফরাসি ফুটবলবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ফুত মেরকাতো প্রশ্ন রেখেছিল, সুযোগ পেলে কোন ফুটবলারের শেষকৃত্যে নাচতে চান তাঁরা? আইদুর উত্তর দিতে সময় লাগেনি, ”আমি অবশ্যই দীর্ঘ আয়ু কামনা করি তাঁদের। কিন্তু যদি সুযোগ পাই, স্বপ্ন দেখি রোনালদিনহোর শেষকৃত্যে নাচছি। এর পর ম্যারাডোনা এবং সবশেষে মেসি। রোনালদিনহো হচ্ছেন এমন একজন যিনি সব সময় আমাকে মুগ্ধ করেছেন। এটা হচ্ছে একজন নৃত্যশিল্পীর পক্ষ থেকে আরেক শিল্পীর প্রতি অর্ঘ্য যিনি ফুটবল মাঠেই নাচতেন।”

কড়া বার্সেলোনা সমর্থক এই শববাহক ক্লাবের একজন ফুটবলারকে অবশ্য দেখতে পারেন না। ক্লাবের হয়ে লুইস সুয়ারেজের সাফল্য তাঁর সহ্য হয় না। ২০১০ বিশ্বকাপে ঘানার বিপক্ষে ম্যাচের শেষ মুহূর্তে হাত দিয়ে বল ঠেকিয়ে প্রথমবারের মতো ঘানার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যাওয়া আটকে দিয়েছিলেন সুয়ারেজ।

পেনাল্টি পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হন আসামোয়াহ জিয়ান। সুয়ারেজের কারণে বিশ্বকাপের সেমিতে ওঠার স্বপ্ন শেষ হওয়ার দুঃখ এখনো পোড়ায় আইদুকে, ”(সুয়ারেজের কারণে বার্সা সাফল্য পেলে) আমি দ্বিধান্বিত থাকি, লজ্জা পাই। খুব খারাপ লাগে। যখনই এই খেলোয়াড়কে দেখি, যখনই সুয়ারেজ নামটা শুনি আমার মন খারাপ হয়। তার এক হাতের কারণে আমার ঘানা দল বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলতে পারেনি, এটা জঘন্য একটা অনুভূতি।”

সুয়ারেজ নামটা ঘানায় অভিশাপ হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্তত আইদু তেমনই বলছেন, ”আমাদের এখানে সুয়ারেজের নামটার একটা অর্থ আছে। সুয়ারেজ মানে অসম্ভব। যদি কিছু অর্জন করতে চান বা কোথাও যেতে চান কিন্তু সেখানে সুয়ারেজ আছে, তাহলে আপনি সাফল্য পাবেন না। আপনি মন থেকেই যতই চান না কেন, সুয়ারেজ থাকা মানে, আপনি সেটা পাবেন না।” সুয়ারেজ যে চাইলেও নিজের শেষকৃত্যে আইদুদের সেবা পাবেন না, এটা না বললেও চলছে!

টাকার টানেই ফিরছে ফুটবল

করোনাভাইরাসের কারণে মার্চ থেকে স্থগিত হয়ে থাকা লিগ আগামী জুনে পুনরায় শুরুর ঘোষণা দিয়েছে লা লিগা কর্তৃপক্ষ। লা লিগা সভাপতি জাভিয়ের তেভাজ পুনরায় লিগ শুরু সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেছেন ১২ জুন। এরই মধ্যে অনেক খেলোয়াড় নেমে পড়েছেন ব্যক্তিগত অনুশীলনে। এই সপ্তাহ থেকে দলীয় অনুশীলন শুরু করার কথা রিয়াল মাদ্রিদ— বার্সেলোনাসহ প্রায় সব ক্লাবেরই। সময়সূচি চূড়ান্ত না হলেও জুনে পুনরায় লিগ শুরু হতে যাচ্ছে তা বলাই যায়।করোনায় আক্রান্ত হওয়া ইউরোপের অন্যতম দেশ স্পেন। দেশটিতে দুই লাখ ২৪ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। মারা গিয়েছে ২৬ হাজারেরও বেশি। দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়েছে। বার্সেলোনা-রিয়াল মাদ্রিদ ও অ্যাটলেটিকো মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবকেও হাঁটতে হয়েছে খেলোয়াড়দের বেতন কাটার পথে। দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করাও সমর্থকদের ক ভেবে খেলা দ্রুত শুরু হওয়া উচিত বলে মনে করেন রিয়াল মাদ্রিদের অধিনায়ক সার্জিও রামোস। শুধু রিয়াল মাদ্রিদ নয় , স্পেন জাতীয় দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্বও রামোসের কাঁধে। করোনা সংকটে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাটা ভালোই অনুভব করতে পারছেন তিনি। তাই ফুটবল দিয়েই সংকট কাটানোর ডাক দিয়েছেন রামোস ,” দেশের অর্থনীতির এই সময় অতিক্রান্ত করার জন্য ফুটবলের সহযোগিতা প্রয়োজন। এটি মানুষকে মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তিও দিবে।”

করোনায় ২৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে স্পেনে। স্বজন হারানোর কষ্ট বয়ে বেড়াতে হচ্ছে মানুষকে। ফুটবলের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে সেই শোক কাটিয়ে ওঠার বার্তা দিয়েছেন রামোস, ”আমি খেলার জন্য মুখিয়ে আছি। লা লিগাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে করোনাকে নির্মূল করতে হবে। যারা প্রিয়জন হারিয়েছেন , তাদের জন্য আমার বার্তা ফুটবলের মাধ্যমে আমরা এই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠব এবং আমাদের একত্রিত হতে হবে। ” স্বাস্থ্য বিধি নিয়ম মেনে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। স্থগিত হওয়ার আগে লা লিগার ২৭ তম রাউন্ড শেষ হয়েছিল। ১১ ম্যাচ বাকি থাকতে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ। রামোস মাঠে নামার জন্য যখন উদগ্রীব। ওদিকে ১২ জুন খেলা শুরু করাটা একটু দ্রুত মনে হচ্ছে বলে মনে করেন বার্সেলোনার ডিফেন্ডার জেরার্ড পিকে।খেলা শুরুর জন্য আরও কিছু দিন সময় নেওয়া উচিত বলে মনে করেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার পিকে , ”আমরা অনেক দিন খেলার বাইরে আছি। সে জন্য চোটের ঝুঁকি এড়াতে আমাদের ভালো প্রস্তুতির প্রয়োজন। আমার মতামত আরও কয়েকদিন পরে খেলা শুরু হলে ক্ষতি কী!”

ভেন্টিলেশনে অলিম্পিকে সোনাজয়ী হকি খেলোয়াড় বলবরী সিং

চণ্ডীগড়, ১১ মে (হি. স.) : নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অলিম্পিকে ভারতের হয়ে তিনবার সোনাজয়ী হকি খেলোয়াড় বলবরী সিং। গুরুতর অসুস্থতার কারণে ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি।

চণ্ডীগড়ের হাসপাতালে হকি তারকা বলবীর সিং সিনিয়ারের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। যদিও উদ্বেগ কাটেনি। এখনও ভেন্টিলেশনে বলবীর তবে ৯৬ বছর বয়সী প্রাক্তন হকি তারকাকে নিয়ে তাই উদ্বেগ কাটেনি। এখনও তিনি সংকটজনক অবস্থায় ভেন্টিলেশন রয়েছেন। নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চন্ডীগড় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলবীর সিং। করোনা সংক্রমণে সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে বুকে ব্যথা অন্যতম লক্ষণ। বলবীরের বয়স ৯৫ প্লাস, নিউমোনিয়া হতে তাই তাঁর করোনা হয়েছে কিনা, সেই নিয়ে আরও উদ্বেগ বাড়ে। এখানেই শেষ নয় করোনার প্রধান উপসর্গ জ্বর ছিল। সেকারণে অলিম্পিকে সোনাজয়ী হকি তারকার জীবনের ঝুঁকি না নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অসুস্থ শিশুকে বাঁচাতে ম্যারাডোনার কাণ্ড

নেপলসে তাঁকে দেবতা বলে মানা হয়। আইনি ঝামেলা তাঁকে ইতালির অন্য যেকোনো স্থানে গ্রেপ্তার হতে বাধ্য করবে। কিন্তু নেপলসে? ডিয়েগো ম্যারাডোনা যে সেখানে সবার আরাধ্য। এ অঞ্চলের সেরা সাফল্য আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির হাত ধরে। তাঁর সুবাদেই দুটি সিরি ”আ” শিরোপা ট্রফি ক্যাবিনেটে যোগ করেছিল নাপোলি।

শুধু ফুটবল মাঠের সাফল্যই ম্যারাডোনাকে দেবতা বানায়নি নেপলসবাসীর কাছে। যে আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে ফুটবল খেলতেন, পেশাদার মানসিকতার উর্ধে উঠে সবাইকে যেভাবে কাছে টেনে নিতেন; সেটাই ম্যারাডোনাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। ১৯৮৪ সালে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে নাপোলিতে যোগ দেওয়ার পরই এমন এক কাণ্ড করেছিলেন যে, নাপোলির জার্সি চড়িয়ে কোনো ম্যাচ খেলার আগেই শহরের মানুষের চোখে দেবতা হয়ে উঠেছিলেন। বহুদিন পর প্রকাশিত এক ভিডিওর সুবাদে আলোচনায় এল সে খবর।

১৯৮৪ সালের ৫ জুলাই ৭৫ হাজার সমর্থকের সামনে ম্যারডোনাকে হাজির করা হয়েছিল নাপোলির স্তাদিও সান পাওলোতে। তার কদিন পরই এক ম্যাচে খেলতে নেমেছিলেন ম্যারাডোনা। সেটা ক্লাবের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। সে ম্যাচের কিছু খণ্ডিত অংশ ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, প্রতিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে দুজন ডিফেন্ডারকে নাচিয়ে গোলরক্ষকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ম্যারাডোনা। আগুয়ান গোলরক্ষককেও বোকা বানিয়ে জালে বল পাঠাচ্ছেন। কাদায় ভরা এক মাঠেও নিজের ড্রিবলিং স্কিল দেখাতে সমস্যা হয়নি তাঁর। এমন গোলের পর মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সব দর্শক ছুটে এসে জড়িয়ে ধরছেন তাঁকে।

এ ম্যাচের গল্পটা আরও চমকপ্রদ। নাপোলিতে যোগ দেওয়ার পরই একটি দাতব্য ম্যাচ খেলার প্রস্তাব দেওয়া হয় ম্যারাডোনাকে। অসুস্থ এক শিশুর চিকিৎসার খরচ জোগাতে আয়োজন করা হয়েছিল সে ম্যাচ। ২৪ বছর বয়সী ম্যারাডোনা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। কিন্তু বাদ সাধে তাঁর ক্লাব। মাত্রই বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে আনা এক খেলোয়াড় অপ্রস্তুত মাঠে অপেশাদার ফুটবল খেলুক, সেটা কোন ক্লাবই-বা চায়! কিন্তু ম্যারাডোনাও-বা কবে কার কথা শুনেছেন! আবেগই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেয়েছিল।

করোনা নিয়ে জেমিমার টুইটে ”হামলে” পড়লেন ইমরান ভক্তরা

”প্লেবয়” ট্যাগ সরিয়ে ইমরান খান সংসারী হয়েছেন বহুদিন হলো। একটি-দুটি নয়, একেবারে তিনতি বিয়েই করেছেন কিংবদন্তি পাকিস্তান অধিনায়ক। কিন্তু পাকিস্তানের জনগনের মনে ইমরানের পরের দুই স্ত্রী যেন এখনো থিতু হতে পারেনি। তাঁদের মনে এখনো ইমরানের স্ত্রী মানেই জেমিমা গোল্ডস্মিথ। নিজের পিতৃপরিচয়েই এখন পরিচিত হলেও পাকিস্তানের মানুষের কাছে জেমিমা এখনো ”খান”!যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী করোনাভাইরাসের সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে নিয়মে শীথিলতা এনেছেন। সম্ভব হলে কাজে যেতে বলছেন। পার্ক খুলে দেওয়া হচ্ছে, বন্ধুদের সঙ্গে পার্কে আড্ডা দেওয়ার (দূরত্ব মেনে) পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ঘরের বাইরে ব্যায়াম করার জন্য একাধিকবার বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার সুযোগও মিলছে! সাগরে কিংবা হ্রদে গিয়ে চাইলে সাঁতারও কাটা যাবে।

বরিস জনসনের এমন সব সিদ্ধান্ত সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। শুরুতে করোনাকে পাত্তা না দিয়ে দেশটিতে সংক্রমণের হার বাড়ানোর দায় এমনিতেই জনসনের ওপর পড়েছিল। নতুন করে নেওয়া এসব সিদ্ধান্ত যুক্তরাজ্যে সংক্রমণ আরও বাড়াবে বলে ধারণা সবার।

এর মাঝে ঘরের বাইরে গিয়ে খেলার অনুমতিও দিয়েছেন জনসন। তবে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে খেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে ফাঁক রেখে এমন সব সিদ্ধান্তকে হাস্যরসের মাধ্যমে কটাক্ষ করতে চেয়েছিলেন জেমিমা। টুইট করেছিলেন, ”আবার ফুটবল আর ক্রিকেট খেলতে পারবে জেনে আমার ছেলে বড্ড স্বস্তি পেয়েছে কিন্তু সেটা শুধু আমার সঙ্গে।” ইমরান ও জেমিমার দুই পুত্র কাসিম ও সুলাইমানের বয়স ২১ ও ২৩ বছর। ফলে খোঁচাটা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু ইমরান ভক্তরা সেটা বুঝতে যাবেন কেন? সবাই ইমরান ও জেমিমার পুরোনো সব ছবি নিয়ে হামলে পড়েছেন। একের পর এক কমেন্ট করছেন। কেউ আবার আশা প্রকাশ করছেন, আবার সম্পর্কে জড়াবেন এই দুজন, আবার পাকিস্তানে ফিরবেন তাঁদের প্রিয় জেমিমা। কেউ কেউ আবার সমালোচনা করছেন, ইমরান থাকতে কেন জেমিমার সন্তানদের ক্রিকেট খেলা নিয়ে চিন্তা করতে হবে! ইমরানের বিশাল বাড়িতে যে চাইলে ক্রিকেট আর ফুটবল আরামসে খেলা যাবে, সেটাও বলেছেন অনেক।

এর মাঝেই নিজের ”জ্ঞান” ফলাতে গিয়েছিলেন আমির মতীন নামের এক সাংবাদিক। লিখেছেন, ”দুঃখজনক। ওর (জেমিমার ছেলে) স্বাভাবিক জীবন পাওয়া উচিত এবং নিজের আগ্রহ নিয়ে থাকতে দেওয়া উচিত।” যা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা না বুঝে পুরো উল্টো জিনিস বোঝায় এর প্রতিউত্তরে জেমিমা লিখেছেন, ”দেখে আনন্দ পেলাম, কিছু মানুষ (পাকিস্তানের) আমার টুইট দেখে মনে করেছে আমাকে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও ছেলেদের ব্যাপারে বেশি নাক গলানো মা বলে ধরে নিয়েছেন।”

জেমিমার এই রিটুইটের পর পাকিস্তানেরই সচেতন মানুষেরা আমির মতীনের সমালোচনায় মেতেছেন। একজন বলেছেন, ”আমি ঠিক বুঝি না আমাদের সংবাদমাধ্যমের লোকজন কেন প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে যায়। দুঃখজনক।” আরেক টুইটার ব্যবহারকারী বলেছেন, ”আপনি না সাংবাদিক? এ কারণেই তো আমাদের দেশের সংবাদমাধ্যমের এত বাজে অবস্থা।” আরেকজন বলেছেন, একটু জেনেশুনে তারপর মানুষের টুইটে কথা বলতে, ”কোনো ধারণা আছে কেন জেমিমা এই টুইট করেছেন? কারণ বরিস বলেছেন শুধু ঘরের লোকজনের সঙ্গে খেলা যাবে। সবকিছু জেনে তারপর আপনার ওই মুখ খুলবেন এর পর থেকে।” অবশ্য অধিকাংশ পাকিস্তানি এই রিটুইটেও জেমিমার সত্যিকারের একজন পাকিস্তানি মায়ের মতো ছেলেদের ”কড়া নজরে রাখার” ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়েছেন!

‘আমিও খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে পারি’ শেবাগ-গম্ভীরকে শোয়েব

করোনাভাইরাসের এই সময়ে শোয়েব আখতার যে কত কথা বলে শিরোনামে এসেছেন, তার বোধ হয় আর হিসেব নেই। নিজের ইউটিউব চ্যানেল তো আছেই, সেখানে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু বলছেন পাকিস্তানের কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার। এবার অবশ্য ইউটিউবে নয়, শোয়েব কথা বলেছেন হ্যালো অ্যাপ নামের একটি অ্যাপে লাইভ চ্যাটে কথা বলে।শিরোনামে তো আসবেনই, শোয়েব যে খোঁচা মেরেছেন ভারতের সাবেক দুই ওপেনার বীরেন্দর শেবাগ ও গৌতম গম্ভীরকে। তাঁর চোখে, দুজন মানুষ হিসেবে ভালো, তবে সাধারণ্যে কথা বলার সময় কী বলছেন সে হুঁশ থাকে না। শোয়েব যেন হুঁশিয়ারিও দিলেন এই বলে যে, চাইলে তিনিও খারাপ ভাষা ব্যবহার করতে পারেন!

খেলোয়াড়ি জীবনে শেবাগ-গম্ভীরের সঙ্গে বেশ ভালোই জমেছে শোয়েবের। পাকিস্তানের হয়ে ৪৬ টেস্ট ও ১৬৩ ওয়ানডের ক্যারিয়ারে মাঠের কথার লড়াইও কম হয়নি। তবে খেলা ছাড়ার এত বছর পরও শোয়েব-শেবাগ বা শোয়েব-গম্ভীরের কথার লড়াই থামছে না। সাধারণত পাকিস্তান ক্রিকেটের নানান দিক নিয়ে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা শোয়েবের ভারত ও ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক দারুণ। তবে শেবাগ ও গম্ভীরকে নিয়ে ‘রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসে’র বিশ্লেষণ, টিভিতে বা জনসমাগমে কথা বলার ধাঁচ জানেন না সাবেক ভারতীয় দুই ওপেনার।‘শেবাগ ও গম্ভীর মানুষ হিসেবে ভালো। দারুণ মানুষ। কিন্তু যখন টিভিতে কথা বলতে যায়, ওরা মুখে যা আসে তা-ই বলে দেয়’ — সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যালো অ্যাপে বলছিলেন শোয়েব। নিজেকে তাঁদের চেয়ে আলাদা করতেই কি না, পরে শোয়েব বললেন, ‘খারাপ ভাষা চাইলে আমিও ব্যবহার করতে পারি। ওদের যা ইচ্ছা তা-ই বলতে পারি। কিন্তু আমি তেমন কিছু বলি না। কারণ শিশুরাও এসব অনুষ্ঠান দেখে।’ শেবাগ আর গম্ভীর সেটার কী জবাব দেন, কে জানে!

জাগরণ 12 May, 2020, Tuesday আগরতলা ১২ মে, ২০২০ ইং, ■ ২৯ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিশ্বে করোনা-আক্রান্ত ৪.০৯ মিলিয়নের বেশি, মৃত্যু বেড়ে ২,৮২,৫৫৩

ওয়াশিংটন, ১১ মে (হি.স.): কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৫৩-এ পৌঁছেছে। পৃথিবীব্যাপী মারণ এই ভাইরাসে সংক্রমিত ৪.০৯ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

১১ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.০৯ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ২,৮২,৫৫৩। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় আক্রান্তের সংখ্যা ১,৩২৯,০৭২, স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা ২২৪,৩৫০, ইতালিতে সংক্রমিত ২১৯,০৭০ এবং ব্রিটেনে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২২০,৪৪৯ জন।

মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত নন মাইক পেন্স, করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ

ওয়াশিংটন, ১১ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। ভাউস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই কোয়ারেন্টিনেও রাখা হয়নি পেন্সকে।

গত সপ্তাহেই আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স-এর মহিলা মুখপাত্রর শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এরপরই ভাইস প্রেসিডেন্টের লালারসের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়, সেই করোনা-রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই কোয়ারেন্টিনেও রাখা হয়নি ভাইস প্রেসিডেন্টকে, এ কথা জানিয়েছেন পেন্স-এর মুখপাত্র।

৩৬৬টি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা দিয়েছে ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি. স.) : ভারতীয় রেল ১০ মে পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩৬৬টি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন পরিষেবা দিয়েছে। ট্রেনগুলির মধ্যে ২৮৭টি ট্রেন ইতিমধ্যেই গন্তব্যে পৌঁছেছে এবং বাকি ৭৯টি ট্রেন যাত্রাপথে রয়েছে।

সূত্রের খবর, রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য রয়েছে। শ্রমিক স্পেশাল ট্রেনগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধি অনুসরণ করে প্রায় ১ হাজার ২০০ যাত্রীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সফরের সময় যাত্রীদের বিনামূল্যে খাবার ও জল দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিব রাজীব গৌবা রবিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্য সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রেক্ষিতে ক্যাবিনেট সচিব জানান, ভারতীয় রেলের ৩৫০টিরও বেশি শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন ৩ লক্ষ ৫০ হাজার প্রবাসী শ্রমিকদের গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছে। আরও বেশি সংখ্যক শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর জন্য তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে রেলেকে সহযোগিতার অনুরোধ করেন। 'বন্দে ভারত' অভিযানের আওতায় বিদেশে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও রাজ্যগুলিকে সহযোগিতার আর্জি জানান ক্যাবিনেট সচিব।

তিন ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া বাইক সহ আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। তিন ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া বাইক সহ চোরকে আটক করতে সক্ষম হল পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার দুপুরে রাজধানীর শকুন্তলা রোড থেকে টিআর-০১ঢ-৬৩৭৪ নাম্বারের একটি বাইক চুরি হয়। বাইক চুরির পর বাইকের মালিক রাজধানীর পূর্ব প্রতাপগড় এলাকার বাসিন্দা রূপক বিশ্বাস পশ্চিম আগরতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ঘটনার তদন্ত ক্রমে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ রাজধানী লাগোয়া রাজনগর এলাকা থেকে চুরি যাওয়া বাইকটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। একই সাথে আটক করা হয় এক যুবককে। ধৃত যুবকের নাম জুটন মিয়া। পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি জয়ন্ত কর্মকার জানান ঘটনার তদন্ত এখনো চলছে। এই চুরির ঘটনার সাথে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে জুটন মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

গাঙ্গাইল রোডে বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজধানীর গাঙ্গাইল রোডে অবস্থিত বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগারে দুঃসাহসিক চুরি। ১৯৪৭ সাল থেকে এই ব্যায়ামাগার শুরু হওয়ার পর এখনো পর্যন্ত কোন দিন ক্লাবে চুরির মত ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এর মধ্যেই সেই ভাবনা পাল্টে গেল ক্লাব কর্তৃপক্ষের। সোমবার সকালে ব্যায়ামাগারের দরজা খুলে দেখতে পান ক্লাবের সামগ্রী চুরি গেছে। ক্লাব সম্পাদক নারায়ণ দেবনাথ জানান ১৭ মার্চ থেকে লক ডাউনের নতুন নিয়ম চালু হওয়ার পর সেই নির্দেশিকা মেনে চলা হচ্ছে। বন্ধ রয়েছে জিম। অন্য সময় সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকত ব্যায়ামাগার। অন্যদিকে বিকালে ৩ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকত ক্লাবের দরজা। সোমবার ক্লাবের উদ্যোগে এবং এন আর সি সি-র সহায়তায় ৫৪ জন জিমনাস্টকে এই পরিস্থিতিতে কিছু সহায়তা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই জন্য ক্লাব খুলতেই তাদের নজরে আসে ভেতরে থাকা সামগ্রী উধাও। এর মধ্যে রয়েছে দুটি পাম্প, সিলিং ফ্যান তিনটি, বাথরুমের সমস্ত ফিটিংস চোরেরা নিয়ে গেছে। চুরি গেছে ডাম্বেল, রড ও অন্যান্য সামগ্রী। একটি সহায়তা পেয়ে কিছু সামগ্রী নতুন করে বসানো হয়েছিল। সেই সমস্ত কিছু চুরি গেছে বলে জানান ক্লাব সম্পাদক। প্রায় দুই লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি গেছে বলে জানান তিনি। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। এই ঘটনায় হতবাক ক্লাব কর্তৃপক্ষ। লক ডাউনের ফলে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে এই কান্ড ঘটিয়েছে চোরেরা। রাতে থাকেনা নৈশ প্রহরী। কিন্তু তাঁর মধ্যে এই ঘটনায় স্তম্ভিত তারা। টিন কেটে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করে বলে তাদের অনুমান।

উত্তরপ্রদেশে ফিরে যেতে ষাট জন পরিযায়ী শ্রমিক মহকুমা শাসকের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। লক ডাউনের ফলে বিভিন্ন রাজ্যে আটকে পড়েছেন পরিযায়ী শ্রমিকেরা। তাদের জন্য সরকারী — বেসরকারি উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তাঁর পরেই এই শ্রমিকেরা চাইছেন তাদের বাড়ি ফিরে যেতে। সে রকমের কিছু শ্রমিক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছে। শুরু হয়েছে তাদের নিজ রাজ্যে পাঠানোর উদ্যোগ। ইতিমধ্যেই রাজস্থানের শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো হয়েছে। সোমবার রাজ্যে আটকে পড়া উত্তর প্রদেশের প্রায় ৬০ জন শ্রমিক ফের একবার তাদের নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে যাতে সরকার উদ্যোগ নেয় সেই দাবিতে সদর মহকুমা শাসকের দারস্থ হয়। তাদের বক্তব্য লক ডাউনের ফলে তারা আটকে পড়েছেন। বন্ধ কাজ। খাদ্যের সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে উত্তর প্রদেশ সরকারের সাথে কথা বলে যেন তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই রাজ্যে কাজের সুত্রে তারা অনেক বার এসেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা অসহায় ভাবে দিন কাটাচ্ছে বলে জানান। আজামগড়, গোরক্ষপুরের বাসিন্দা তারা। এখন তারা গুর্খাবস্তী এলাকায় রয়েছেন কষ্টের মধ্যে বলে জানান বহিঃ রাজ্যের শ্রমিকেরা।

পশ্চিম জেলা শাসককে স্মারকলিপি এসইউসিআই'র

আগরতলা, ১১ মে।। এসইউসিআই দলের উদ্যোগে পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে দুটি স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে সিনিয়র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে আটকে থাকা ৩৯ জন ত্রিপুরাবাসীকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা। সেই সাথে কোভিড-১৯ এর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার সহ চিকিৎসা কেন্দ্রে পাহাড়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি দাবী জানানো হয়েছে।

করোনার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিবিদদের অবিরাম লড়াইয়ে গর্বিত দেশবাসী : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১১ মে (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসের হানায় শুধুমাত্র ভারত নয়, ত্রস্ত সমগ্র বিশ্ব। মনুষ্যজাতি এখন সত্যিই অসহায়! কিন্তু, করোনাভাইরাসকে পরাস্ত করার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদরা, তাঁদের এই প্রচেষ্টার গর্বিত ভারতীয়রা। জাতীয় প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে সোমবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

রাষ্ট্রপতি টুইটারে লিখেছেন, "১৯৯৮ সালে পরমাণু পরীক্ষার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে জাতীয় প্রযুক্তি দিবসে সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন। দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও সামলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের অতুলনীয় অবদানের জন্য এই দিনটি উদযাপিত হয়।" রাষ্ট্রপতি টুইটারে আরও লিখেছেন, আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সর্বব্যাপী অগ্রগতির প্রধান মাধ্যম হিসেবে দেখছি। আমাদের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদরা যেভাবে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন, তাতে সমস্ত দেশবাসী গর্বিত।

চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ফের বাড়ল আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর খবর নেই

বেজিং ও সিওল, ১১ মে (হি.স.): চিন ও দক্ষিণ ফের বাড়ল উদ্বেগ। চিন ও দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে-১৭ জন ৩৫। তবে, স্বস্তির বিষয় হল এই দুই দেশে নতুন করে কারও মৃত্যু হয়নি।

চিন : সোমবার সকালে চিনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশন জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে ১৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ১০ জন চিনের মূল ভূখণ্ডের এবং ৭ জন দেশান্তরী। ফলে চিনে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮২,৯১৮। চিনে মৃত্যু হয়েছে ৪,৬৩৩ জনের।

দক্ষিণ কোরিয়া : দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে এক ধাক্কায় ৩৭ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। ফলে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১০,৯০৯ জন।

২২ বেড়ে জার্মানিতে করোনায় মৃত্যু ৭,৪১৭ জনের, সংক্রমিত ১৬৯,৫৭৫

বার্লিন, ১১ মে (হি.স.): করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটিয়ে ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে জার্মানি! মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে জার্মানিতে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (১০ মে সারাদিনে) জার্মানিতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২২ জন। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩৫৭ জন। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে ১,৬৯,৫৭৫ জন এবং মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ৭,৪১৭ জনের।

সোমবার জার্মানির করোনা মনিটারিং এজেন্সি রবার্ট কোচ ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, জার্মানিতে বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২২ জনের। ফলে মৃত্যু হয়েছে ৭,৪১৭ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ১,৬৯,৫৭৫ জন।

আমেরিকায় করোনায় মৃত বেড়ে ৭৯,৫২২

ওয়াশিংটন, ১১ মে (হি.স.): অবশেষে খানিকটা স্বস্তি! মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নমুখী মার্কিন মুলুকে। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন ৭৭৬ জন, যা মার্চ মাস থেকে এযাবৎ সবথেকে কম। নতুন

ছয়ের পাতায় দেখুন

লক ডাউন বাড়বে, কিন্তু কি ধরনের হবে মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। লকডাউন বাড়বে, কিন্তু তা কি রূপে বাড়বে এ বিষয়ে আগামী ১৫ মে'র মধ্যে সবকটি রাজ্য থেকে পরামর্শ চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রায় সবকটি রাজ্য লকডাউন বৃদ্ধি করার পক্ষে দাবি করেছেন। রেড জোন জেলাস্তরে না করে কনটেনমেন্ট জোনে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জেলার বাকি জায়গায় সাধারণ গতিবিধি শুরু করার জন্য বলা হয়েছে। রেগুলার ট্রেন এর পরিবর্তে কম দাঁড়ানোর ট্রেনগুলো চলাচল করবে। অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থাকে নিচের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রস্তুতি করার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশ গুলিতে পর্যটন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই অবস্থায় পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠতে পারে ভারত। করোনা মুক্ত রাজ্যগুলিতে পর্যটকরা আসতে পারে। রাজ্য সরকার সেই অনুযায়ী যেন প্রস্তুতি নেয়। ভারতে পর্যটনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই পর্যটকদের আকর্ষিত করার উপর জোর দিতে হবে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্য ছাড়ার ফলে একদিকে তারা যেসব রাজ্য থেকে চলে যাচ্ছেন ঐ সমস্ত রাজ্যে যেমন শ্রমিক সংকট দেখা দেবে, তেমনি যেসব রাজ্যে যাচ্ছেন সেখানেও তৈরি হবে সমস্যা। কিন্তু মানুষ যেহেতু নিজেদের ঘরে যাওয়ার জন্য প্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে সে জায়গায় আগামী ১০ দিনের মধ্যে তাদের ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সবারই কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা হবে এবং কেউ সংক্রমিত থাকলে তাদের চিকিৎসা করা হবে। আমি জানি এর ফলে হয়তো করোনার সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি আসতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশকে করোনা মুক্ত বানানোর জন্য সাহায্য পাওয়া যাবে।

শ্রমিকদের ভবিষ্যত নিয়ে রাজ্য যেন নীতি নির্দেশিকা তৈরি করে। এতে কেন্দ্রীয় সরকারও প্রয়োজনীয় সাহায্য করবে। আর্থিক লেনদেন বৃদ্ধি করার জন্য সব কটি রাজ্যের প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। শিল্প ও শ্রম আইন সরল করা দরকার। সবকটি রাজ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির সম্ভাবনা, সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে রাজ্যগুলি যেন নীতি তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠায়। বিদেশ থেকে বড় শিল্পপতিদের বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনা।

রাত্রিকালীন কারফিউ জারি থাকবে।

বিপ্লব কুমার দেব তার কথা বলার সময় উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বের কারনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি লুক ইস্ট নীতি এক্ট ইষ্ট নীতিতে বদলেছে এবং তারপর তিনি উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের অষ্টলক্ষী বানানোর লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ শুরু করেন এবং সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু আমি দুঃখিত যে আবারো ছোট এবং বড় এই ভেদাভেদ দাঁড় করানো হচ্ছে। বিপ্লব কুমার দেব অমিত শাহের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নর্থইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে বলেছিলেন যে নর্থইস্ট এর কাছে দেশের অর্থব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে।

সেখানে তিনি এটাও বলেছিলেন যে আয়তনে উত্তরপ্রদেশের সমান হলেও এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে ৪ কোটি যেখানে উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা ২২ কোটি। তাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কাছে নিজের ভৌগোলিক ক্ষেত্রের লাভ উঠানোর সুযোগ রয়েছে। বিপ্লব দেব আরো বলেন ত্রিপুরার লজিস্টিক হাব, আইসিপি, চট্টগ্রাম বন্দর নৈকট্য ও বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার লাভ হয়েছে। এর ফলে রাজ্যের আর্থিক উন্নতির কারনে ত্রিপুরার প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা লাভ হবে। বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বিশ্বাস প্রদান করেছেন যে আগামী দুই বছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অর্থব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দেবে। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বরোয়িং ক্যাপাসিটিকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করার দাবি রাখেন। এই দাবি অন্য কিছু রাজ্যেরও ছিল। জিএসটির রাশি জারি করার ও রেগার শ্রমদিবস ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করার দাবি অধিকাংশ বিজেপি শাসিত রাজ্য কেন্দ্র।

করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলেন রোগী আইজিএম হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই হাসপাতালের শয্যা বিশিষ্ট আইসোলেশন বিভাগ খোলা হচ্ছে। এজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ইতিমধ্যেই আইজিএম হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে। নবনির্মিত বিল্ডিংয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ল গড়ে তোলা হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতালে প্রতিদিন করে দেড় হাজার রোগীর চিকিৎসার জন্য আসেন। এখানে অরুনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ফলে কোন ধরনের সমস্যা যাতে না হয় সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস এর নেতৃত্বে প্রশাসনের কর্মকর্তারা সোমবার আইজিএম হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপারেন্টেন সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে আইজিএম হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার দিলীপ দার জানান আইজিএম হাসপাতালে কিভাবে করুনা আক্রান্ত রোগীদের রাখা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আইসিএম হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে আসা রোগীরা যাতে কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হন সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বর্তমান যে পদ্ধতি চালু রয়েছে তাতে ব্যাপক ভিড় হয়। সে জন্য প্রতিটি বিভাগে নাম নথিভুক্ত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে বিধায়ক ডাক্তার দিলীপ দাস জানান। করুণা আক্রান্ত রোগীদের কিভাবে হাসপাতালে নিয়ে আসা হবে, কোন রাস্তা দিয়ে নিয়ে আসা হবে, কিভাবে নিয়ে আসা হলে অসুবিধা হবে না তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।আগামী ১৫ ই মে এসব বিষয় নিয়ে পুনরায় বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। উল্লখ্য আইজিএম হাসপাতালের নতুন বিল্ডিং এর কাজ তিন বছরের মধ্যে শেষ করার সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এই কাজ শেষ হয়নি। আই জি এম হাসপাতাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার দিলীপ দাস এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন। ১১৭ বছরের পুরানো আইজিএম হাসপাতালের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার দিলীপ দাস।

ব্যাঙ্গালুরুতে আটকে পড়া রাজ্যের মানুষ নিয়ে ট্রেন পৌছাবে আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। বহিরাজ্যে ত্রিপুরার পাঠরত ছাত্র ছাত্রী, চিকিৎসার প্রয়োজনে যাওয়া জনগণ এবং অন্যান্যরা রাজ্যে ফিরতে শুরু করেছেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে গতকাল একটি ট্রেন আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। মঙ্গলবার ওই ট্রেন রাজ্যে পৌছাবে।

শীঘ্রই চেন্নাই, কলকাতা সহ অন্যান্য স্থান থেকে ট্রেন যাত্রীদের নিয়ে রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। এজন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রেনে করে বহি রাজ্য থেকে আসা সব যাত্রীদের রাজ্যে কোয়ারেন্টাইন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য আগরতলা শহর ও শহরতলী এলাকায় ১১টি কোয়ারেন্টাইন তৈরি করা হয়েছে। কোয়ারেন্টাইন এ প্রয়োজনীয় সব ধরনের পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সদর মহকুমা প্রশাসন।সদর মহকুমা শাসক অসীম সাহা সোমবার এ সমস্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করতে কোয়ারেন্টাইন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। বৈঠকে বিশেষ করে পানীয় জল শৌচালয় সহ অন্যান্য পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন অসীম সাহা। সাধ্যমত সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সকলকে দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানিয়েছেন সদরের এসডিএম অসীম সাহা।

সরকারী দপ্তরে বেসরকারী গাড়ির চালকরা দাবী জানাল বীমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন বেসরকারি যানবাহনের চালকদের বীমার আওতায় আনার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা বাস জীপ মালিক সংগঠন।

সরকারি দপ্তরে বিভিন্ন বেসরকারি যানবাহনের চালক ও চালকরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন। স্বাস্থ্যকর্মীর সহ সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা হলেও বেসরকারি যানবাহনের চালকদের জন্য বীমার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। ত্রিপুরা বাস জীপ সংগঠনের মালিকপক্ষ এ বিষয়ে পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে যানবাহনের শ্রমিকদের বীমার ব্যবস্থা করার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল সোমবার পশ্চিম জেলার জেলাশাসক অফিসে গিয়ে এ বিষয়ে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপি প্রদানকালে প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন সংগঠনের সম্পাদক বাবুল ঘোষ। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার স্বার্থে অবিলম্বে মোটর শ্রমিকদের বীমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে তারা উল্লেখ করেন।

ভগৎ সিং যুব আবাসকে নিয়ে পথ অবরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়া ছয়জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ মে।। রাজধানীর ভগৎ সিং যুব আবাস এর কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে করোনা আক্রান্ত রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার দাবিতে রবিবার রাজধানীর ভিআইপি রোড অবরোধ, ও পুলিশের কাজে বাধাদান করার অভিযোগে এনসিসি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলায় পুলিশ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মধ্যে ৪ জন মহিলা ও দুজন পুরুষ। ধৃতদের সোমবার পশ্চিম জেলার জেলা ও দায়রা আদালতে সোপর্দ করা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে এইদিন আদালতে কেইস ডায়েরি জমা দেওয়া হয়। আদালত এদিন উভয় পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর ধৃত চার মহিলার জামিন মঞ্জুর করে। ধৃত অপর দুই অভিযুক্ত পুরুষ ব্যক্তিকে ১৮ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। আদালতের এই নির্দেশের কথা জানান এপিপি দিলীপ দেবনাথ।

মদের দোকান বন্ধ করার দাবীতে মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান মহিলা সাংস্কৃতিক সংস্থানের

আগরতলা, ১১ মে।। লকডাউনের মধ্যে মদের দোকান খোলার অনুমতি দেওয়ায় অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছে।

সংগঠনের তরফ থেকে বলা হয়েছে। মদ কিভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করে। পারিবারিক জীবনকে নষ্ট করে। নারীর উপর অত্যাচার বাড়িয়ে দেয়। তাই মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই মদের দোকান খোলার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করছি এবং সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করার ও মদ নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছে সংগঠনটি।

শ্রম আইন সংশোধনের বিরোধীতা টিইউসিসি'র

আগরতলা, ১১ মে।। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান শ্রম আইনকে সংশোধন করতে চাইছে। যেমন শ্রম আইনে উল্লেখ রয়েছে যেকোন কল কারখানায় তিনশ'র নীচে শ্রমিক আছেন এমন কোন কারখানা কিংবা শ্রম ক্ষেত্র বন্ধ, শ্রমিক ছাটাই সরকারের অনুমতি ছাড়া মালিকরা নিতে পারবে না। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের এই সংশোধনী প্রস্তাবকে তীব্র বিরোধীতা করেছে টিইউসিসি

Opportunity for Scheduled Castes (SC) & Backward Classes (BC) Entrepreneurs to avail Concessional Finance

Venture Capital Fund for Scheduled Castes (SC)/Backward Classes (BC)

A first of its kind Venture Capital Fund
dedicated to promote entrepreneurship amongst SC and BC entrepreneurs by providing concessional finance

Venture Capital Fund for Scheduled Castes & Venture Capital Fund for Backward Classes
- Manufacturing, Services and Allied Sectors including Startups with long tenure upto 8 years.
- Assistance of ₹ 20 lakh to ₹ 15 crore for SC Entrepreneurs and ₹ 20 lakh to ₹ 5 crore for BC Entrepreneurs.
- Attractive rate @8% p.a. (For women/divyang SC/BC entrepreneurs - @ 7.75% p.a.).

Apply Online:
SC Entrepreneurs through website: www.vcfsc.in
BC Entrepreneurs through Email: fundsbc@ifciventure.com

Last Date for Application 30th June 2020

For Details Kindly Contact: Investment Manager
IFCI VENTURE CAPITAL FUNDS LIMITED
16th Floor, IFCI Tower, 61 Nehru Place, New Delhi-110019
Tel.: 9971137382, 9953450369, 9910113295, 8882853533, 9810793683, 9999154278, 9560263908, 9871071077
Email: funds@ifciventure.com, fundsbc@ifciventure.com Website: www.vcfsc.in www.ifciventure.com

Department of Social Justice & Empowerment
Ministry of Social Justice & Empowerment
Government of India
(www.socialjustice.nic.in, www.pmindia.gov.in, www.mygov.nic.in)
(*Terms & Conditions Apply)
my GOV मेरी सरकार

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।